ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 21 June, 2020 ■ আগরতলা, ২১ জুন, ২০২০ ইং ■ ৬ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আজ দীর্ঘতম দিনে সূর্যগ্রহণ

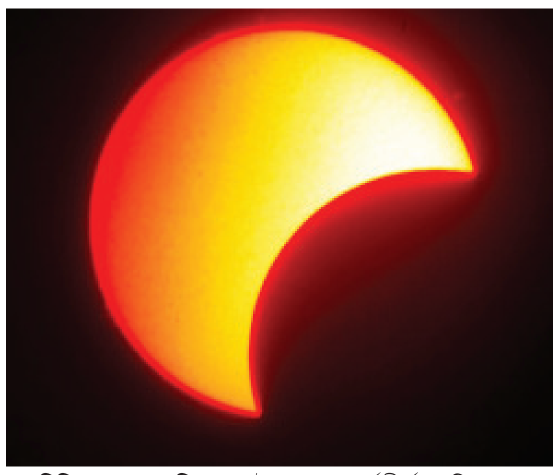

নয়াদিল্লি, ২০ জুন (হি.স.)।। উত্তর গোলার্ধে দীর্ঘতম দিন হয় ২১ জুন। বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় 'সামার সলস্টিস'। রবিবার, ২১ জুন দীর্ঘতম দিনেই বলয়গ্রাস গ্রহণে ঢাকা পড়তে চলেছে সূর্য। তবে সেই বলয়গ্রাস গ্রহণ দেখা যাবে হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা ও উত্তরাখণ্ডের কিছু রাজ্য থেকেই। দেশের বাকি অঞ্চল থেকে আংশিক গ্রহণ দেখা যাবে। দীর্ঘতম দিনে সূর্যের গ্রহণ চাক্ষুষ করার অপেক্ষায় সমগ্র দেশবাসী। কিন্তু, এই মুহূর্তে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে চলছে বৃষ্টি। তাই সূর্যগ্রহণ আদৌ চাক্ষুষ করা যাবে কি না, তা নিয়ে অনেকেই উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছেন! মাঝেমধ্যেই আকাশ ঢাকা থাকছে মেঘে। তাই এই সময়ে গ্রহণ দেখা নিয়ে দোলাচল থাকছেই।

ওড়িশার ভুবনেশ্বরের পাথানি সামান্তা প্লানেটোরিয়ামের ডেপুটি ডিরেক্টর এস পট্টনায়েক জানিয়েছেন, ২১ জুন, রবিবার বলয়গ্রাস গ্রহণে ঢাকা পড়তে চলেছে সূর্য। হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং হরিয়ানায় বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে এবং দেশের অন্যত্র আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে। সূর্যগ্রহণ শুরু হবে সকাল ১০.২০ মিনিট থেকে এবং শেষ হবে দুপুর ২.২০ মিনিটে। শনিবার বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অনুপগড়, সুরাটগড়, সিরসা, জাখাল, কুরুক্ষেত্র, যমুনানগর, দেহরাদূন, তপোবন এবং যোশীমঠ প্রভৃতি এলাকার বাসিন্দারা বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ চাক্ষুষ করতে পারবেন। দেশের বাকি প্রান্তের মানুষেরা আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখতে পারবেন।

চাঁদ যখন পৃথিবী ও সূর্যের সঙ্গে একই রেখায় অবস্থান করে, তখন চাঁদের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়ে যায়। তাকেই বলা হয় সূর্যগ্রহণ। অনেক সময়ে চাঁদ পুরোপুরি সূর্যকে ঢাকতে পারে না। সে সময়ে সূর্যের বাইরের অংশ উজ্জ্বল বলয়ের মতো দেখায়। তাকে বলা হয় বলয়গ্রাস। অ্যালুমিনাইজ্‌ড মাইলার ফিল্টার বা ১৪ নম্বর শেডের ওয়েল্ডিং গ্লাস দিয়েই সরাসরি গ্রহণ দেখা উচিত। না-হলে চোখের ক্ষতি হতে পারে। এ ছাড়া, টেলিস্কোপের সাহায্যে প্রতিবিম্ব তৈরি করেও গ্রহণ দেখা যেতে পারে।

আক্রান্ত আরও আট, সক্রিয় ৫০৪ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। রাজ্যে নতুন করে আরও ৮ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এদিন সন্ধ্যায় ট্যুইট করে জানিয়েছেন, ১৩৫৭ জনের নমুনা পরীক্ষায় ৮ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। এর মধ্যে পশ্চিম জেলায় ৩ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৩ জন, গোমতী ও ধলাই জেলায় ১জন করে। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেরই বহিঃরাজ্য ভ্রমণের তথ্য রয়েছে।

এদিকে, রাজ্যে বর্তমানে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫০৪ জন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৬৮০ জন। বর্তমানে ফেসিলিটি কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ৯৭১ জন। হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষা দপ্তরের নতুন কর্মসূচি 'একটু খেল একটু পড়'

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। 'একটু খেল একটু পড়' নামে রাজ্য শিক্ষাদপ্তরে একটি নতুন কর্মসূচি চালু হচ্ছে। আগামী ২৫ জুন ২০২০ থেকে ছাত্র ছাত্রীদের মোবাইল ফোন যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার এই নতুন পদ্ধতি চালু করা হবে। আজ সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

তিনি জানান, বর্তমান উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়গুলি খোলা যাচ্ছে না। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা যেন এই সময়ে অন্ততপক্ষে কিছু না কিছু শিখতে পারে তার জন্য শিক্ষাদপ্তর বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। 'একটু খেল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাড়ির কাছেই মিলবে কাজ, পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য ৫০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ

গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযানের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ জুন (হি.স.)।। করোনাভাইরাসের হানায় ত্রস্ত ভারত। সবথেকে খারাপ অবস্থা পরিযায়ী শ্রমিকদের, কাজ নেই, খাবারের সংস্থান করতে না পেরে শহর থেকে গ্রামে ফিরেছেন তাঁরা। কিন্তু, কাজ না থাকলে খাবেন কী? সংসার চলবে কীভাবে? পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বার্থেই গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান -এর সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ফলে বাড়ির কাছেই কাজ মিলবে পরিযায়ী শ্রমিকদের। আপাতত বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা-এই ছ'টি রাজ্যের মোট ১১৬টি জেলার জন্য এই প্রকল্প। শনিবার ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান-এর সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান -এর সূচনা করার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, শ্রমজীবী মানুষদের আবেগ ও প্রয়োজনীয়তা বোঝে দেশ। শ্রমজীবী মানুষদের চাহিদা ও আবেগ মেটাতে বিহারের খাগারিয়া থেকে সূচনা হচ্ছে গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান।

এদিন শুরুতেই পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় চিনের সেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষে ২০ জন ভারতীয় সৈনিকের মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাদের সাহসী জওয়ানদের আত্মবলিদানে দেশ গর্বিত। আজ আমি যখন বিহারের জনগণের সঙ্গে কথা বলছি, বীর জওয়ান বিহার রেজিমেন্ট থেকেও ছিলেন, প্রতিটি বিহারবাসী এজন্য গর্বিত। দেশের জন্য যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই। করোনাভাইরাসের প্রকোপে শুধুমাত্র ভারত নয় গোটা বিশ্ব ত্রস্ত, এ প্রসঙ্গে ভারতীয়দের প্রসংশা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কোভিড-১৯ মারাত্মক বিপদ, গোটা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু আপনারা দৃঢ় হয়ে দেশের পাশে ছিলেন। ভারতের গ্রামগুলি করোনার বিরুদ্ধে যেভাবে লড়েছে, শহরগুলি এর থেকে শিক্ষা নিয়েছে। ভারতে ৬ লক্ষেরও বেশি গ্রাম রয়েছে, দুই-তৃতীয়াংশের বেশি জনসংখ্যা প্রায় ৮০-৮৫ কোটি মানুষ গ্রামে থাকেন, গ্রামীণ ভারত দারুণভাবে করোনাকে রোধ করেছে, ইউরোপের সমস্ত দেশকে মিলিয়ে দিলেও এই জনসংখ্যা বেশি। এদিন গ্রাম প্রধান, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, আশা কর্মী প্রমুখের ভূয়সী প্রসংশা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও বলেন, আমার প্রিয় শ্রমজীবী বন্ধুরা, দেশ আপনাদের আবেগ ও প্রয়োজনীয়তা বোঝে, আপনাদের চাহিদা ও আবেগ মেটাতে বিহারের খাগারিয়া থেকে সূচনা হচ্ছে "গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান"। এর ফলে গ্রামে কাজ বাড়বে। আমি এই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বামাল নেশাকারবারি গ্রেপ্তার ছিনাইহানিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। করোনা প্রকোপের মধ্যেও নেশাকারবারিদের দৌরাত্ম্য অব্যাহত রয়েছে ত্রিপুরায়। আগরতলার এয়ারপোর্ট থানাধীন ছিনাইহানি এলাকায় পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে। তার বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণে নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃত রাহুল বৈশ্যের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় সুনির্দিষ্ট মামলা গ্রহণ করেছে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। শনিবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, রাহুল বৈশ্য এয়ারপোর্ট থানা এলাকার ছিনাইহানিতে বেশ কিছুদিন ধরে নেশা কারবার চালিয়ে যাচ্ছিল। শুক্রবার রাতে সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ তার বাড়িতে হানা দেয়। বাড়িতে হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণে নেশা জাতীয় ট্যাবলেট এবং বিদেশি মদ উদ্ধার করা হয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকার পরিবেশ মারাত্মকভাবে কলুষিত হচ্ছিল। ধৃত নেশা কারবারির কঠোর শাস্তি দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় জনগণ। পুলিশ রাহুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার কাছে নেশা কারবারে যুক্ত আরও কয়েকজনের নাম উদ্ধারের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে।

টিএসআর আর কে নগর ব্যারাক করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ঘোষিত

সংক্রমণ রোধে সিপাহিজলা জেলায় ব্যাপক প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (টিএসআর)-এর আরকেনগর ব্যারাক করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা বলে ঘোষিত হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক এক আদেশে জিরানিয়া মহকুমার মান্দায় ব্লকের লক্ষ্মীপুর ভিলেজের দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন টিএসআর ক্যাম্পের আরকেনগর ব্যারাককে করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ঘোষণা করেছেন। পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকবে। ওই এলাকার এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধ বাফার জোন ঘোষণা করা হয়েছে। জেলাশাসকের আদেশ অনুসারে, করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার নিয়ম লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজ্যে বর্তমানে করোনা ঝুকিপূর্ণ এলাকা রয়েছে কুড়িটি। তার মধ্যে পশ্চিম জেলায় তিনটি, সিপাহীজলা জেলায় পাঁচটি, গোমতী জেলায় সাতটি, দক্ষিণ জেলায় তিনটি, ঊনকোটি জেলায় একটি এবং ধলাই জেলায় একটি।

এদিকে, সিপাহিজলা জেলার বিভিন্ন স্থানে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ব্যাপক প্রচার শুরু করা হয়েছে। কারণ, ত্রিপুরায় সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্ত সিপাহিজলায় রয়েছেন। করোনা প্রতিরোধে সিপাহিজলা জেলার বিভিন্ন স্থানে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের পক্ষ থেকে মাইক যোগে ব্যাপক প্রচার সংগঠিত করা হচ্ছে।

গত ১৮ জুন জেলার করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে ঘোষিত নলছড় ব্লকের কালিবাজার, তুই ঝিলিক, দুর্লভনারায়ণ, সোনামুড়া ব্রিজ চৌমুহনি, কাঁঠালিয়া ব্লকের বেজিমারা, প্রভাপুর, নিদয়া, কাঁঠালিয়া, ভবানীপুর ও কালাপানিয়া, বক্সনগর ব্লকের মতিনগর, বাবার, সোনামুড়া, বক্সনগর, কলমখেত, এনসিনগর ও ভেলুয়ারচর ইত্যাদি এলাকার মানুষকে সচেতন করতে মাইক যোগে প্রচার করা হয়। ১৯ জুন প্রচার করা হয়েছে বক্সনগর ব্লকের কমলনগর, রহিমপুর, পুটিয়া, মানিকনগর, পূর্ব আড়ালিয়া, কুলুবাড়ি, খোদাবাড়ি ইত্যাদি এলাকায়।

প্রচার চলাকালীন এলাকার মানুষকে করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বিধিনিষেধগুলি যথাযথ ভাবে মেনে চলতে অনুরোধ জানানো হয়েছে এবং সচেতনতামূলক বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এদিকে, সিপাহিজলার জেলাশাসকের নেতৃত্ব ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাতির গতিবিধি নজরদারিতে রেডিও কলার যন্ত্র কিনবে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। কেরালায় গর্ভবতী হাতির মর্মান্তিক মৃত্যু সম্ভবত ত্রিপুরা সরকারকে নতুন বিষয়ে ভাবতে বাধ্য করেছে। কারণ, হাতির গতিবিধি নজরদারির জন্য রেডিও-কলার যন্ত্র ক্রয়ের চিন্তাভাবনা করছে ত্রিপুরা সরকার। এ-বিষয়ে মুখ্য বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন ড় ডি কে শর্মা জানান, রেডিও কলারিং যন্ত্র বহিঃরাজ্য থেকে আনবে ত্রিপুরা সরকার। তাঁর দাবি, এতে বন্য হাতির তাণ্ডব থেকে মানুষের প্রাণ এবং সম্পদ সুরক্ষিত রাখা সম্ভব হবে।

তাঁর কথায়, মাদি হাতির গলায় ওই যন্ত্র লাগানো হবে। তাতে হাতির পাল কখন কোথায় যাচ্ছে তা সহজে বোঝা যাবে। তাঁর দাবি, ওই যন্ত্রটি মাদি হাতির গতিবিধির প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে প্রতি মুহূর্তের তথ্য সরবরাহ করবে। তাতে বন দফতরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সুবিধা হবে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় এই প্রথম এ-ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করবে বন দফতর। কারণ, বর্তমানে ৪২টি বন্য হাতি এবং ৬০টি হাতি বিভিন্ন ব্যক্তির জিম্মায় রয়েছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরার ৮ জেলায় কত সংখ্যাক বন্য হাতি রয়েছে তার সমীক্ষা চলছে। এখন খোয়াই এবং গোমতি জেলায় বেশিরভাগ হাতি দেখা যায়।

এদিন তিনি জানান, ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করেছে। ডুয়ার্স, উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গে হাতির উপদ্রব থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে রেডিও কলার যন্ত্র ব্যবহার করেছে পশ্চিমবঙ্গ।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় হাতির হামলায় বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। ২০১৯ সালের মে মাসে খোয়াই জেলায় কল্যাণপুরের অধীন উত্তর ঘিলাতলি এডিসি ভিলেজের বিদ্যামোহন চৌধুরীপাড়ায় চিত্তমোহন দেববর্মা (৬২) নামের জনৈক ব্যক্তির হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে। গত ডিসেম্বরে দক্ষিণ ঘিলাতলি গ্রামের ওয়াতিলং টিলা এলাকায় গভীর জঙ্গলে বাচ্চা হাতির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। এছাড়াও হাতির তাণ্ডবে ক্ষয়ক্ষতির বহু ঘটনা রয়েছে।

গত ১৫ জুলাই কেন্দ্রীয় বন দফতরের প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় সংসদে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকের প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছিলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ৯,৬৫১টি হাতি রয়েছে। তার মধ্যে ত্রিপুরায় ২০১৭ পর্যন্ত ১০২টি হাতির অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।

স্বেচ্ছায় অবসর নিলেন আইপিএস জয়দ্বীপ নায়েক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। স্বেচ্ছায় অবসর নিলেন আইপিএস জয়দ্বীপ নায়েক। ১৯৯১ সালে মণিপুর-ত্রিপুরা ক্যাডারের ওই আইপিএস অফিসারের অবসরের মেয়াদ ৭ জুন থেকে কার্যকর হবে। সাধারণ প্রশাসন এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

সম্প্রতি আইপিএস জয়দ্বীপ নায়ের রাজ্য সরকারের কাছে স্বেচ্ছায় অবসরের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তবে, কেন তিনি স্বেচ্ছায় অবসর নিচ্ছেন সেই বিষয়ে কিছুই জানা যায়নি। কিন্তু, তাঁর বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে মামলা হয়েছে। দুর্নীতি মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ফলে, তাঁর স্বেচ্ছায় অবসর রহস্যজনক বলেই মনে করা হচ্ছে।

লকডাউন : বাংলাদেশে বেড়াতে গিয়ে পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন কৈলাসহরের প্রসূতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। করোনা-র প্রকোপে গোটা বিশ্বে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। এরই মাঝে ভারত-বাংলাদেশের মৈত্রীর সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয়েছে। এক্ষেত্রে অবশ্যই লকডাউনকে কৃতিত্ব দিতে হচ্ছে। কারণ, ত্রিপুরার ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের বাসিন্দা মাফিক আলির স্ত্রী বাংলাদেশে বেড়াতে গিয়ে ফুটফুটে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। লকডাউনে আটকে যাওয়ার কারণেই ওই শিশুর বাংলাদেশে জন্ম হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের সাথে তার নাড়ির টান গড়ে উঠেছে, তা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ত্রিপুরায় ফিরে এসে আনন্দে আত্মহারা মাফিক আলি বলেন, লকডাউন আমাদের জীবনে

ঐতিহাসিক মুহূর্ত হিসেবে সারাজীবন মনে গেঁথে থাকবে।

মাফিক আলি-র কথায়, এক পুত্র সন্তান এবং অন্তঃস্বত্ত্ব স্ত্রী-কে নিয়ে গত ৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ গিয়েছিলাম। মৌলভিবাজারের ফরিদপুরে আত্মীয়ের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে গিয়ে লকডাউনে আটকে যাই। এর পর থেকে সেখানেই আটকে ছিলাম। দীর্ঘ চেষ্টার পর চট্টগ্রাম সহকারী হাইকমিশনের সহায়তায় স্বদেশ ত্রিপুরায় ফেরত এসেছি। তিনি বলেন, চিকিৎসকদের অনুমান অনুযায়ী জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে সন্তানের জন্ম হওয়ায় তারিখ স্থির হয়েছিল। কিন্তু ২৪ মে বাংলাদেশে তার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে জনজাতি সমাজপতিদের ২০০০ টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। জনজাতি সমাজপতিদের ২০০০ টাকা করে প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক ইতিহাসে প্রথমবার সমাজপতিদের সাথে দীর্ঘ বৈঠকে এই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের পর সম্মানের সাথে ডাক পেয়ে এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সমাজপতিদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর এই বৈঠকে উপস্থিত হতে পেরে তাঁরা সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। ইতিপূর্বে ত্রিপুরায় কখনও সরকার বা মুখ্যমন্ত্রী এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেননি।

শনিবার রাজ্য অতিথিশালার সভাকক্ষে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সভাপতিত্বে জনজাতি সমাজের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সমাজপতিদের সাথে এক চিন্তন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, সাংসদ রেবতিমোহন ত্রিপুরা,

সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া এবং বিধায়ক ডা. অতুল দেববর্মা ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ত্রিপুরার প্রায় সবকটি জনজাতি সমাজের সমাজপতিরা এই চিন্তন বৈঠকে অংশ নেন। তাঁরা ত্রিপুরা সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের বৈঠকের আয়োজন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখেন।

আজকের চিন্তন বৈঠকে বিভিন্ন জনজাতি সমাজের কাস্টমারি ল, নিজেদের কৃষ্টি সংস্কৃতি, এডিসিকে শক্তিশালী করা, বিভিন্ন জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় রাস্তাঘাট, পানীয় জলের সমস্যা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে উপস্থিত সকল জনগোষ্ঠীর সমাজপতিরা খোলামেলা আলোচনা করেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্য জনজাতি সমাজপতিদের দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই দায়িত্ব পালনে তাঁদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। তাঁর মতে, আমরা সকলেই সমান। তাই, ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা বাদ দিয়ে সর্বজনীন বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে। তাঁর বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নীতিকে লাগু করে আমরা কম সময়ের মধ্যে এগিয়ে যেতে চাই। তাঁর কথায়, সমাজপতিরা হচ্ছেন সমাজের প্রতিবিম্ব। সরকার তাঁদের সম্মান জানায়, গুরুত্ব দিতে চায়। সমাজে অপরাধপ্রবণতা হ্রাস করার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী সমাজপতিদের সাথে পুলিশের সম্পর্ক নিবিড় করার উপর গুরুত্ব ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগুনে পুড়ে ছাই বসতঘর নাশকতার অভিযোগ থানায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে একটি বসতবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গতকাল গভীর রাতে আমতলি থানাধীন রায় কলোনিপাড়া এলাকায় ওই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জনমনে তীব্র আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। বাড়ির মালিক শিলা দাস জানিয়েছেন, অগ্নিকাণ্ডে বাড়ির সব কিছু পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে।

শিলা দাস জানান, গতকাল রাতে তিনি বোনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। রাত ২টা ৪০ মিনিট নাগাদ স্থানীয় লোকজন ঘরে আগুন দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তারা ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। তাঁরাই খবর দেন দমকল বাহিনীকে। তিনি বলেন, দমকল বাহিনীর জওয়ানরা আসতে কিছুটা সময় নিয়েছেন। টানা ২ ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে তারা আগুন আয়ত্তে এনেছেন। কিন্তু আগুনে পুড়ে সবকিছু ছারখার হয়ে গেছে।

তাঁর অভিযোগ, পূর্ব শত্রুতার জেরে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংগঠিত করা হয়েছে। এ-ব্যাপারে আমতলি থানায় তিনি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখন পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতারের সংবাদ নেই। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ লক্ষ টাকা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সরকারি প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদানের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। প্রশাসনের কর্মকর্তারা অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটি পরিদর্শন করেছেন। প্রশাসনের তরফে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আপৎকালীন সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২৪৮ ◘ ২১ জুন ২০২০ ইং ◘ ৬ আষাঢ় ◘ রবিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

নেশার বিরুদ্ধে সংগ্রাম

নেশার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতি টানিবার পথও কি রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে? বৃহস্পতিবার নেশা বিরোধী অভিযানে গিয়া পুলিশ ও গোয়েন্দা কর্মীর আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় রাজ্যে নতুন করিয়া উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রকাশিত সংবাদে জানা গিয়াছে নেশা বিরোধী অভিযানে গিয়া উত্তর ত্রিপুরার চুরাইবাড়ীতে ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হইয়াছেন গোয়েন্দা কর্মী জি এম উদ্দিন। অন্যদিকে এদিনই অর্থাৎ বৃহস্পতিবার মেলাঘর থানাধীন পদ্মলোচন পাড়ায় গাঁজা বিরোধী অভিযানে গিয়া নেশা কারবারীদের হামলার মুখে পড়িতে হয় পুলিশকে। হামলায় আহত হয় পুলিশের এক গাড়ী চালক। পুলিশের দুইটি গাড়ী ভাঙচুর করে নেশা কারবারীরা। বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করিয়া গোটা এলাকাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া পুলিশকে হত্যার চেষ্টাও করা হয়। আত্মরক্ষার্থে পুলিশ ও টিএসআরকে পিস্তল এবং এ কে ৪৭ রাইফেল হইতে শূণ্যে ৩৫ রাউন্ড গুলি চালাইতে হয়। গাঁজা বিরোধী অভিযানে গিয়া নেশাকারবারীদের সংঘবদ্ধ আক্রমণে আটকা পড়া পুলিশ বাহিনীকে উদ্ধার করে। পুলিশ ঘটনাস্থল হইতে ২৪০ কেজি গাঁজা ও একটি বোলেরো গাড়ীও উদ্ধার করে। তিন নেশাকারবারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে পুলিশ। বিভিন্ন জায়গায় নেশাকারবারীদের পক্ষে গ্রামবাসীরা দা, টাক্কাল ইত্যাদি অস্ত্র সাজে সজ্জিত হইয়া পুলিশের উপর হামলা চালায়।

আসলে রাজ্যে বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতায় আসিবার পর নেশার বিরুদ্ধে যে জোরদার অভিযান শুরু হইয়াছিল বর্তমানে তাহা স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। নতুন সরকারের আমলেও এই সময়ে সগৌরবে নেশার পক্ষেই কাজ চলিতেছে। রাজ্যের এমন সব জমি আছে যেখানে পুলিশ অভিযান চালাইতে ব্যর্থ। কারণ নেশা কারবারীরা সেখানে অস্ত্র ও জনবলে এককাট্টা। কাঁচা পয়সাই আসে এই গাঁজার পক্ষে কাজ করিলে। লকডাউন ইত্যাদি কারণে রাজ্যের মানুষের হাতে পয়সা নাই। ব্যবসায় বাণিজ্যও তলানীতে। এখনও রাজ্যে নেশা কারবার চলিতেছে গোপনে। শহরের নামীদামীরা, যাহারা ধরাছোঁয়ার বাইরে তাহারাই এখনও নেশা কারবারে ব্যতিব্যস্ত। ত্রিপুরার মানুষ ভাল করিয়াই জানেন কাহারা ফেন্সি ও গাঁজার পাচারে লিপ্ত। ত্রিপুরার মানুষ, রাজ্য প্রশাসনকে যেভাবে নেশার বিরুদ্ধে লড়াই করিতে দেখা গিয়াছে তাহা এখন আর নজরে পড়িবে? আমরা বিশ্বাস করিতে পারি ত্রিপুরায় নেশার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অভ্যস্ত হইবে। নেশা কারবার রাজ্যের গোটা ঐক্যবদ্ধ হইলে পারিবে না। নেশার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নতুন করিয়া তাবিতে হইবে। যাহারা অবৈধ নেশা কারবারে যুক্ত থাকিয়া নতুন ত্রিপুরা গড়িতে চায়।

ভাড়াবৃদ্ধি না হলে বেসরকারি বাস মিলবে না জানিয়ে দিলেন মালিকরা

কলকাতা, ২০ জুন (হি. স.) : ভাড়াবৃদ্ধি না হলে বৃহত্তর কলকাতায় বেসরকারি বাসের পরিষেবা মিলবে না। শনিবার একান্ত সাক্ষাৎকারে এ কথা জানিয়ে দিলেন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভাড়া-বিতর্ক সমাধানের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রণ কমিটিতৈরি করেছেন। শুক্রবার কমিটির বৈঠক হয়েছে। শনিবার তপনবাবু এই প্রতিবেদককে বলেন, "কমিটির সাথে এই প্রথম মিটিং হল। কমিটি বলল আমাদের উপর ভরসা রাখুন আমরা আপনাদের বিষয়টি উপর মহলে পাঠিয়ে দেব। আমি বলিলাম এখন ডিজেলের মূল্য প্রায় ৭৩ টাকা। যাত্রী কম রাস্তায়। কোন অঙ্কে এই অবস্থায় বর্তমান ভাড়ায় বাস চালানো সম্ভব? এই মুহূর্তে কলকাতা জেলায় প্রতি দিন ডিজেলের জন্য বাড়তি বিপুল খরচ হচ্ছে। এমনিতেই লোকসান। তাড়াতাড়ি নয়া ভাড়া ঘোষণা না হলে পরিসষেবা ভালো হবে না। আর্থিক বোঝা বেশি দিন বাস মালিকরা বহন করতে পারবেন না।বাস মালিকরা অতি সাধারণ ঘরের মানুষ। এই মুহূর্তে বাস ভাড়া বৃদ্ধি ছাড়া বিকল্প কোনও রাস্তা নেই।"

বৈঠকেই ঠিক হয় বাস ভাড়া বাড়ানো হবে না, বরঞ্চ ভিন্ন পথে যাতে বাস মালিকদের আয় বাড়ে সে বিষয়টি দেখা হবে। এই সিদ্ধান্তে আমজনতা খুশি হলেও অখুশি হন বাস মালিকেরা। তার জেরে শুক্রবার সন্ধ্যাতেই রাস্তা থেকে বাস তুলে নেন ৪০টি রুটের বাস মালিকেরা। সেই সঙ্গে তাঁরা এটাও জানিয়ে দেন যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত অথবা বাস ভাড়া না বাড়া পর্যন্ত তাঁরা আর রাস্তায় বাস নামাবেন না।

জানা গিয়েছে, এই ৪০টি বাস রুট মূলত উত্তর শহরতলির সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ রক্ষা করে। আবার কিছু রুট আছে যা উত্তর শহরতলির সঙ্গে হাওড়া, শিয়ালদা, ধর্মতলা বা দক্ষিন কলকাতার যোগাযোগ রক্ষা করে। এই সব বাসরুট একসঙ্গে বসে যাওয়ায় আগামী সোমবার থেকে উত্তর শহরতলির মানুষের কাছে যাতায়াত একটা বড় সমস্যা হিসাবে উঠে আসতে চলেছে। যে ৪০টি বাসরুট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ২৩০, ২১৪, ২১৪এ, ৩০এ, ৩০এ/১, ২০২, ৭৮, ৭৮/১, ৩২এ, ২৩৪, ৩সি/১-সহ আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রুটের বাস। রয়েছে নাগেরবাজার থেকে ছাড়া ৩টি বাসরুটও। এইসব বাসরুটের মালিকদের দাবি, বাস চালিয়ে খরচ উঠছে না। তাই বাধ্য হয়েই তাঁরা বাস বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ভাড়া না বাড়ালে বাস নামানো সম্ভব নয়। এই সব বাসরুট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এখন সমস্যায় পড়তে চলেছেন ডানলপ, সোদপুর বারাকপুর, দমদম, সিথির মোড়, চিড়িয়ামোড়, নাগেরবাজার এলাকার মানুষেরা।

ওই সব রুটের বাস মালিকেরা আরও জানিয়েছেন, টালা ব্রিজ দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হওয়ার পর থেকেই ঘুরপথে বাস চলাতে এমনিতেই ক্ষতির বোঝা বেড়েছে। আর এখন তো বাসে যাত্রীই হচ্ছে না। এভাবে বাস চালানো দিনের পর দিন সম্ভব নয়। তবে এর পাশাপাশি ভিন্ন মতও উঠে এসেছে। সেই মত অনুযায়ী, রাজ্য সরকার যে অতিরিক্ত সরকারী বাস পরিষেবা চালাচ্ছে তার ভাড়া যেমন কম তেমনি সংখ্যায় বেশি। তাই এই বাসগুলি বেশি ভাড়া নিতে গিয়ে যাত্রী হারিয়ে বসে আছে। এই সব বাস মালিকেরা বুঝতেই চাইছেন কোভিড পরিস্থিতিতে সামগ্রিক পরিবহণ চিত্রটাই এখন বদলে গিয়েছে। তাঁরা নিজদের জেদ আর গোঁ নিয়েই পড়ে আছেন। এই অনড় অবস্থান পক্ষান্তরে তাঁদেরই দীর্ঘমেয়াদী স্তরে ক্ষতি করে দেবে।

বৃষ্টি কমলে রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু করবে পুরসভা, আশ্বাস ফিরহাদের

কলকাতা, ২০ জুন(হি. স.): আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে খোদাই হওয়া রাস্তা গুলির সংস্কার শুরু। শনিবার এমনটাই আশ্বাস দিয়েছেন কলকাতা পুরসভার প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। শহর কলকাতায় নিকাশের কাজের জন্য খোড়া হয়েছিল একাধিক রাস্তা। করোনা আবহে আচমকা লকডাউন হয়ে যাওয়ায় সে সমস্ত রাস্তা ভাঙাচোরা অবস্থাতেই পড়ে রয়েছে। ইতিমধ্যেই বর্ষা ঢুকে পড়েছে রাজ্যে। তাই এবার সেই রাস্তা গুলিকে মেরামত করতে উদগ্রীব হল পুরসভা।

প্রসঙ্গত, এদিন বেহালার কিছু অংশ থেকে রাস্তার সংক্রান্ত অভিযোগ তুলে 'টক টু কর্পোরেশন' অনুষ্ঠানে ফোন করেন ওই এলাকার বেশ কিছু বাসিন্দা। ফিরহাদ হাকিম জানান, লকডাউন শুরু হওয়ার কয়েক দিন আগেই একটি কনট্রাক্টরকে কালো তালিকাভুক্ত করেছিল কলকাতা পুরসভা। অন্যদিকে, কেইআইআইপি প্রজেক্টে একটি নতুন কন্টাকটারকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তার পরেই লকডাউন শুরু হয়ে যায়। যার দরুন সমস্ত কাজ থমকে যায়।

উল্লেখ্য, কোন কোন রাস্তাগুলি খোড়া অবস্থাতেই রয়ে গেছে, তার একটি তালিকা ইতিমধ্যেই তৈরি করেছে কেইআইআইপি। বৃষ্টি সামান্য কমলেই কাজ শুরু করা হবে বলে এদিন জানান ফিরহাদ হাকিম।

মানুষের দিকে তাকাও, মানুষ কিছু বলতে চায়

অশোখ ঘোষ ও মৃন্ময় সেনগুপ্ত

শত শত লং মার্চ দেশজুড়ে। পায়ে হেঁটে চলেছে ভারতবর্ষ। দেশ দেশান্তরের শ্রমিকের কাজের শহর ছেড়ে ঘরে ফেরার স্রোত। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে গোটা দেশ লকডাউন। মাত্র একটি সরকারি নির্দেশ, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা, কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা বিপন্ন। পায়ে হেঁটে ঘরে ফেরার সিদ্ধান্তের জন্য কারও মুখোপেক্ষী হতে হয়নি, এরা কোনও বিধিনিয়েধ পরোয়া করেনি।

গত দু'দশক ধরে ক্রমাগত নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যাচ্ছে মনুষ্যেতর প্রাণীরা। দল বেঁধে, হয়তো বাপ-ঠাকুরার গ্রামগঞ্জ ছেড়ে, শহর অচল করে, শুধু দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের সন্ধানে। 'মহা এক্সোডাসের' সময় তারা জানিয়ে দিয়েছিল, 'তোমাদের নিষ্ঠুরতা, তোমাদের অবজ্ঞা, তোমাদের নির্মমতা, তোমাদের লোভ, তোমাদের অজ্ঞতা বুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে বুঝতে পারছ না?' না, শহরের নাগরিক সমাজ আর শাসকরা বুঝে উঠতে পারেনি। তাদের চলে যাওয়ার পরেই মহাপ্রলয়ে জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাবে শহরের পর শহর আর পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রগুলি দেশান্তরী শ্রমিকদের দল বেঁধে ভিনরাজ্য ছেড়ে নিজের নিজের গ্রামের ঘরে ফেরার 'মহা এক্সোডাস'।

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে শাসকের সিদ্ধান্ত যখন কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকা বিপন্ন করে তোলে, যে শহরকে নিজেদের রুটিরুজির আশ্রয় মনে করেছিল, সেই শহর যখন একান্ত স্বার্থপর হয়ে তাদের কাজ, খাবার, এমনকি অনেকের ক্ষেত্রে মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও কেড়ে নেয়, সে নিজের দেশ হতে পারে না। এক জাতি এক প্রাণ কথাটাও আজ লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কাছে অসাড়। তার দেশ রয়েছে গ্রামে। যেমন করেই হোক, সেখানে ফিরতে হবে। মৃত্যুর হাতছানিতেও পৌঁছোলে চলবে না। জান আর মান কবুল রেখে বউ-বাচ্চা নিয়ে ঘরে ফেরা। ঘর ছেড়ে কাজের সন্দানে ভিন রাজ্যে আসার স্রোত আজ বিপরীতমুখী। কাজের সন্ধানে মরণপণ লড়াইয়ের কথা তো সকলেরই জানা। কিন্তু, কাজের জায়গা ছেড়ে এভাবে চলে যাওয়া? হেঁটে বা অন্য কোনওভাবে ফিরতে গিয়ে মৃত্যু এই দুই মাসে স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। ইদানীং যুক্ত হয়েছে ফেরার পথে ট্রেনেই মৃত্যু। কৃতিত্ব অবশ্যই সরকারি সুসব্যবস্থার। বুলেট ট্রেন না প্রত্যেক যাত্রীর সঠিক পরিষেবা—কোনটা জরুরি, সেই বোধও সরকার হারিয়েছে। যে রাজ্যে শ্রমিকরা কাজ করেন ও যে রাজ্যের তাঁরা বাসিন্দা কোনও রাজ্যের সরকারই এই শ্রমিকদের প্রতি দায়িত্ব পালন করেনি। বরং বলা চলে এই শ্রমিকদের প্রতি দায়িত্ব আছে এমন কথা তারা কোনওদিন ভাবেওনি। আর দায়িত্ব পালনে কেন্দ্রীয় সরকারের বূমিকার কথা তো নতুন করে

বলার দরকারই হয় না। বিচার ব্যবস্থ্যও কি সঠিক ভূমিকা পালন করতে অনেক দেরি করে ফেলেনি? শ্রমিকদের চূড়ান্ত হেনস্থা, মৃত্যুর ঘটনায় চারদিকে ধিক্কারের পর যেন আদালতের টনক নড়ল। উন্নয়নের যে রাষ্ট্রীয় ভাষ্যে আমাদের মজিয়ে দেওয়া হল, তার কারগির কিন্তু এই শ্রমিকরাই। আজকের অতিমারি আমাদের সবকিছু ওলটপালট করে দেয়নি। আসলে যে বাস্তবতাকে একদিন আড়াল করে রাখা হয়েছিল, তাকে বেআব্রু করেছে। আমাদের চোখে ধরা পড়েছে জনস্বার্থের ক্ষেত্রগুলিতে চলেছে চূড়ান্ত বঞ্চনা। আর মানুষকে জল ও খাদ্য না দিয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া রাষ্ট্রে নির্মম আচরণ।

শ্রমিকের প্রতি রাষ্ট্রে এই দায়হীনতা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এটা নিছক পরিকল্পনহীনতা বা উদাসীনতা নয়। আসলে সরকার কখনওই চায়নি কাজের জায়গা ছেড়ে শ্রমিকরা গ্রামে ফিরে যাক। শ্রমিকরা শহরে তাঁদের বন্দি করে রাখার রাষ্ট্রীয় ফন্দিকে ফাঁকি দিতে এমন মরিয়া হবেন তা রাষ্ট্র নেতারা বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেননি। আসলে ভবিষ্যতে শ্রমিক কাজের জায়াগায় ফিরে না এলে এই অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়বে । শ্রমিক শ্রমশক্তি না বেচলে এই উৎপাদন ব্যবস্থাটাই অচল হয়ে যাবে। শ্রমের তৈরি বাড়তি মূল্য আত্মসাৎ করেই তো পুঁজির এত লম্ফঝম্ফ। শ্রমের ওফর পুঁজির এই নির্ভরতা রাষ্ট্র সবসময়ই আড়াল করতে চায়, লকাডাউন পর্বে শ্রমের বাজার সস্তা করার জন্য সরকারের ছলাকলার অভাব নেই। শ্রমিককে পেটভরা, পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার, তাদের বাড়ি ফেরার বন্দোবস্ত করার, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর কোনও দায় সরকারের নেই। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেন পুঁজির কাছেই দায়বন্ধ। কিন্তু এই দুঃসময়ে জমুরি কমানো, কাজের সময় বাড়ানো ও অবাধে শ্রমিক ছাঁটাই এই অর্থনীতিকে কি সচল রাখবে? চাহিদা কমে মন্দা আরও গভীর হওয়ার বিপদ তো আছেই। কিন্তু, বিপদ কেবল সেখানেই নয়। শ্রমিকরা বাড়ি ফিরছেন। এখন কাজের জায়গায় তাঁদের মজুরি কমে গেলে, ছাঁটাইয়ের আতঙ্ক থাকলে, আর কিন্তু অনেকেই কাজে ফিরে যাবেন না। বেশি উপার্জনের আশাতেই না গ্রাম ছেড়ে সুদুরে পাড়ি দেওয়া। মজুরি কমলে তাঁরা বিকল্প কাজ খুঁজবেন। যাদের জীবিকার নিশ্চয়তা নেই, তাঁদের জীবিকা বদলাতেও বেশি ভাবতে হয় না। তখন শ্রম আইন বদলে দেওয়ার খেলাটাই নীতি নির্ধারকদের কাছে বুমেরাং হতে পারে। আর এখানেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ভূমিকা। দেশের সিংহভাগ শ্রমিকই (কমপক্ষ ৪৩-৪৪ কোটি মানুষ) অসংগঠিত ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত। সংগঠিত ক্ষেত্রেও (যেখানে শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা, কোটির বেশি নয়) আবার অস্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এই শ্রমিকদের নিয়ে মূল স্রোতের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সমূহের রাজনীতি কতখানি ভেবেছে?

ভারতে সংগঠিত প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের (১৯২০) শতবর্ষ উদযাপন হচ্ছে। সংগঠিত ক্ষেত্র নিয়ে মূল স্রোতের ট্রেড ইউনিয়নগুলি দীর্ঘকালের ব্যস্ততা, কিন্তু অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমজীবীদের ক্ষেত্রে সেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। দেশের যাবতীয় শ্রম আইন সংগঠিত শিল্প ও শ্রমিকদের জন্য।

কার্যত অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমজীবীরা শ্রম সংক্রান্ত আইনের সুরক্ষার বাইরে। কাজের নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা, বাসস্থানের সমস্যা, চিকিৎসার অভাব ইত্যাদি নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন সংগনগুলি কি অতীতে খুব সচেষ্ট ছিল? এখন হয়তো আন্তরিক চিন্তিত, কিন্তু সংগঠিত ক্ষেত্রের ট্রেড ইউনিয়নের যে দায় ছিল অসংগঠিতদের সংগঠিত করা, সেই দায় পালনে অপারগত প্রকট হয়েছে। আজ সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা অসংগঠিত ক্ষেত্রের ৪৩-৪৪ কোটি শ্রমজীবি মানুষ রাষ্ট্র, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার মধ্যে অলিখিত বোঝাপড়ার কারণে এক নেই রাজ্যের বাসিন্দা।

আরও গবীরে যেতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ও অভিমুখ প্রসঙ্গে বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা অন্য কথা বলে। ভাবতে হবে মূল স্রোতের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সমূহ কি দীর্ঘকাল প্রতিস্থানিকতার সঙ্গেই সমঝোতা করেনি? শ্রমিক শ্রেণিণ রাজনীতি আজ প্রাতিষ্ঠানিকতার বেড়াজালে আটকে পড়েছে। আবার গণ্ডী ভেঙে, সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে বেরিয়ে আসার পথও খুঁজে চলেছে।

অসংগঠিকত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতির ব্যবধান রয়েছে। সেই ব্যবধান ঘোচানো বড় পরিশ্রমের কাজ। মাটি কামড়ে লেগে থাকার কাজ। আজ কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন সমূহ আন্তরিকভাবে 'পরিযায়ী' শ্রমিকদের নিয়ে সরব হচ্ছে ঠিকই। অভিযোগ করছে, 'পরিযায়ী' শ্রমিকদের হিসেব সরকারের কাছে নেই। এই অভিযোগ ১০০ ভাগ সত্যি। কিন্তু, সেই হিসেব কি ট্রেড ইউনিয়নগুলির কাছে আছে? দেশের কোনও প্রান্তে কতজন পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছে, তাঁদের কাজের শর্ত কেমন, মজুরির হার কত তার সার্বিক চিত্র কিন্তু তাদের কাছে নেই। ইন্টারস্টেট অ্যাক্ট ১৯৭৯ দেশের কোনও রাজ্য সরকারই কার্যকর করেনি। এই আইন অনুসারে পরিযায়ী শ্রমিকদের তালিকা রাখা রাজ্য সরকারগুলির কাজ ছিল। এই কাজ দেশের সরকার উদ্দেশ্যমূলভাবে করেনি। অবশ্য একথাও ঠিক যে, পরিযায়ী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্র সারাদেশে ছড়িয়ে থাকার কারণে এই বিষয় নিয়ে কোনও সমীক্ষা ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষেও করা সম্ভব হয়নি। যদিও এই ধরনের সমীক্ষা করা খুবই কঠিন। কিন্তু দেশের অসংগঠিত শ্রমিকদের বৃহত্তর অংশের সঙ্গে মূল স্রোতের ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতির কার্যত কোনও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সেভাবে গড়ে ওঠেনি। সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক কর্মচারীদের সংগঠনগুলিও এই অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সঙ্গে মেলবন্ধন গড়ে তুলতে অক্ষম হয়েছে। দেশের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনসমূহ নিজেদের ক্ষেত্রের আর্থ-সামাজিক গণ্ডির ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। দুনিয়ার মজদুরের এক হওয়া ত্বরান্বিত হবে যদি দেশের অভ্যন্তরে সংগঠিত ক্ষেত্রের সঙ্গে অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকের ঐক্য গড়ে ওঠে। সমস্যা আরও গভীরে, একই শিল্পক্ষেত্রের স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিকদের মধ্যেও কাঙ্ক্ষিত বোঝাপড়া নেই। ট্রেড ইউনিয়নের পরিধির মধ্যে সংগঠিত ও অসংগঠিত শক্তির সমন্বয়ের অভাব ও অনৈক্যের ফলেই স্বৈরাচারী সরকারকে আঘাতের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। পাল্টা আঘাতের ওজন কম, হয়তো এই কারণেই সরকার এতখানি দুবীনিত হয়েছে। দেশজুড়ে 'পরিযায়ী' শ্রমিকদের নিয়ে আজ এত যে চর্চা, কিছুটা হলেও অবশেষে সরকারের নড়েচড়ে বসা এসবে, ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতির অবদান কিছুটা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু শ্রমিকরা নিজেরাই প্রমাণ করেছেন, প্রয়োজনে তারা কতখানি মরিয়া হতে পারেন। বাঁচার জন্য এই লড়াই শ্রমিক আন্দোলনের সামনে শিক্ষা আর ভবিষ্যতের হাতিয়ার। এই শ্রমিকরাই পারেন তাঁদের বিরুদ্ধে সরকারের যাবতীয় ফন্দি বানচাল করে দিতে। পুঁজির আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতে। ভারতের মূল স্রোতের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনসমূহের রাজনীতি তার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে পারবে কি এই অদেখা শ্রমজীবী চেতনার হাত ধরতে? সেটাই আজ লাখ টাকার প্রশ্ন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

গালোয়ান উপত্যকার খবর প্রসঙ্গে

পবিত্র রায়

গাসেনাবাহিনীর মুখোমুখি ও হাতাহাতি, মারামারিতে ভারতের ২০ জুন সেনা শহিদ ও চিনের ৪৩ জন সেনা হতাহত হয়েছে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি। ৪৩ জন চিনা সেনা হতাহত হয়েছে, এতে ভারতীয় হিসেবে স্বাভাবিকতঃ দুঃখ না পাওয়ারই কথা একমাত্র লাল ফৌজের সঙ্গে রঙের মিল থাকা দল তথা ব্যক্তি ছাড়া। অন্যদিকে ২০ জন ভারতীয় সৈনিকের মৃত্যুর কিন্তু দুঃখ বয়ে এনেছে।

তবে খবরের কাগজের পরিবেশিত সংবাদ হিসেবে বেশ কিছু অসঙ্গতি চোখে পড়ছে। প্রথমে জানা গেল সীমান্ত থেকে ফেরার সময় চিনাদের হঠাৎ আক্রমণের বিহার রেজিমেন্টের এক লেফটেন্যান্ট কর্ণেল সহ দুই জওয়ান শহিদ হয়েছেন। পরবর্তীতে জানা গেল আমাদের জওয়ানদের আক্রমণেও চিনাদের পাঁচ জওয়ান নিহত ও ১১ জন আহত হয়েছেন। পরে জানা গেল আমাদের ২০ জন শহিদ ও চিনাদের ৪৩ জন হতাহত হয়েছেন—সত্য কী বা কোনটা? এর পরের প্রশ্ন হল, আমাদের জওয়ানদের উপর চিনারা আক্রমণ করেছিল পাথর, রড়, লাঠি, পেরেক ইত্যাদি নিয়ে। আমাদের জওয়ানরা কী দিয়ে আক্রমণ প্রতিহত করছিল, সেকথা কিন্তু লেখা হয়নি। সংখ্যা চিনারা অনেক ছিল, ইশারায় সেকথা জানালেও আমাদের ক'জন ছিল জানানো উচিত ছিল। প্রশ্ন হল,যদি পাথর ছুঁড়েই চিনারা আমাদের সত্যিই খুন করে থাকে, তাহলে প্রথমেই বলতে হয় চিনা সেনাদের সাথে আমাদের সেনাদের অবস্থানের দূরত্ব কত? নিশ্চয়ই ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে উভয়পক্ষ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নেই।

সুতরাং সহজেই বলা যায় আমাদের অগোচরে পাথর মাথায় করে ওরা এসে লুকিয়ে ছিল, নাগালের মধ্যে পেয়ে আক্রমণ করে। সাথে লাঠি, রড় পেরেকও নিয়ে এসেছিল বলে মানতে হয়। পাথর ব্যবহারের কথা বলতে হলে বলতে হয়, আমাদের এলাকা এসে আমাদের পাথর আমাদের উপর ব্যবহার করেছে। আমাদের জওয়ানদের সামনেও তো পাথর ছিল, তাঁরাই বা ব্যবহার না করে কেন হাতহাতি করতে গেল? আরও একটা সঙ্গত প্রশ্ন উঠে আসে। প্রশ্নটা হল, তবে কি পেট্রলিং করতে করতে আমাদের জওয়ানার ওদের পাতা ফাঁদে আটকে পড়ে গিয়েছিল?

এবারের প্রশ্ন হলো, সীমান্ত এলাকায় পেট্রলিং করার সময় কি আমাদের জওয়ানদের খালি হাতে ঘুরতে হয় বা হাতে আগ্নেয়াস্ত্র থাখলেও সেটা ব্যবহার করা নিষেধ? এমনকি মৃত্যু সম্ভাবনা থাকলেও ব্যবহার করা যাবে না। সাধারণ পুলিশ বাহিনীকেও কিন্তু মৃত্যুবয় থাকলে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া আছে। আর সৈনিকদের সেই অধিকার নেই? এমনটা তো উভয়পক্ষের হাতেই মারণাস্ত্র ছিল বলেই মানতে হয়।

এতদিন বাদে বেশ কিছু সঙ্গত প্রশ্ন করতেই হচ্ছে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে। মে মাসের ৫,৬ ও ৯ তারিখ উত্তেজনা চরমে ওঠার পর সেনাবাহিনীর বাড়তি সংখ্যা পাঠানো হয় উপযুক্ত সরঞ্জাম সহযোগে। কি নেই সেই সরঞ্জামের মধ্যে? কামান, ট্যাঙ্ক, মাল্টিরোল রকেট লঞ্চার,সাঁজোয়া গাড়ি ও উপযুক্ত সামরিক সরঞ্জামের সাথে আছে বিমান বাহিনী এতগুলো সরঞ্জাম কি লোক দেখানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে? এইসব সরঞ্জাম পৃথিবী দেখবে, আর আমাদের জওয়ান খালি হাতে পাথরের ঘা খেয়ে মরবে, এই তামাশা চলতে পারে না। আমাদের সামরিক বাহিনীর প্রধান এই কিছুদিন আগেই বলেছেন, 'সীমান্ত সুরক্ষিত, চিন্তা করার কিছু নেই'। কী সেই সুরক্ষা? আমাদের ভূখণ্ডে চিনারা মাথায় করে ছোঁড়ার মতো পাথর বয়ে এনে আমাদের জওয়ানদের খুন করে যাবে, সেটাও কি সরক্ষার অঙ্গ? চিন দেশের ইচ্ছেমতা ভারতীয় ভূমি দখল করার চেষ্টা করাট্যা কি সুরক্ষার অঙ্গ? সেনা প্রধানের সুরক্ষার আশ্বাস দেওয়ার পর ২০ জন সৈনিকের মৃত্যু কিন্তু আমাদেরকে সেই আশ্বাস সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলেছে।

কিছুদিন আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাহেব ইন্দো, চিন সীমান্ত সমস্যা মেটানোর জন্য মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিলে দুই দেশই পত্রপাঠ সেটি খারিজ করে দেয়। একেবারেই সাধুবাদ —সে সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই। সেই সময় আমাদের বিদেশ মন্ত্রক থেকে ৭ জুন ২০২০ তারিখে এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'ইন্দো, চিন সীমান্ত দ্বন্দ্ব শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষে দুই দেশ'। চিনের দিল্লিস্থ রাষ্ট্রদূত বলেন, 'সীমান্ত সমস্যা শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষে চিন এবং সেটা আয়ত্তে আছে'। এই কি সেই শান্তি আয়ত্তের নমুনা? বিদেশ মন্ত্রক এবার কী জবাব দেবে? সীমান্ত নিয়ে চিনের সাথে সমস্যা এই নতুন নয়। ১৯৬২ সালে অরুনাচল সীমান্তে একমাস যুদ্ধ চলে, আমাদের এক বিস্তীর্ণ এলাকা চিন দখল করে নিয়ে এখনও নিজেদের কবজায় রেখেছে। ১৯৬৭ সালে সিকিম সীমান্তে পাঁচদিন যুদ্ধ তলে, ৮০ জন সৈন্য শহিদ হন, ৪০০-র বেশি চিনা সেনার মৃত্যু হয়। ১৯৭৫ সালে অরুণাচলের টুলুংলায় ভারতীয় জওয়ানদের উপর গুলি চালিয়ে চারজন সেনাকে হত্যা করে। ২০১৭ সালে ডোকা লাল নিয়ে ৭৩ দিন মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল ভারতীয় ও সৈনিক বাহিনী। চিন বারে বারে হুঙ্কার দেওয়া সত্ত্বেও চোখে রেখে ভারতীয় বাহিনী দাঁড়িয়েছিল, ভয় পায়নি। ভারত শুধু একটাই কথা বলেছিল, 'এটা ১৯৬২ নয়।' আমাদের সৈন্যদের পাথর ছুঁড়ে চিন দ্বারা খুন করাটা কি '৬২ নয় কথার উত্তর? মোদিজি চিনের সঙ্গে বহুবার বৈঠক করেছেন। এখনও কূটনৈতিক দৌত্য চালাচ্ছেন। উহানে মোদিজি সফরে গিয়ে সফল এক দৌত্য চালানোর পর দু'পক্ষ মিলে যৌথ বিবৃতিতে শান্তি এ ব্যবসার সহ্যবস্থান ঘোষণা করেছিল। এইমত আগ্রাসন ও সেনা হত্যাও কি সেই শান্তি দৌত্যের প্রতিফলন? তখনকার সময়ে সফল বৈঠক বলা হলেও সময়ের নিরিখে দেখা যাচ্ছে সেই বৈঠক কখনও সফল ছিল না এক শতার আবরণ মাত্র, যে শতার আড়ালে চিনারা আমাদের দেশে ব্যবসা করে অর্থ লুঠতে পেরেছে ও সেই অর্থ আমাদের বিপক্ষে ব্যবহার করছে। তাহলে কি সহজেই প্রশ্ন তোলা যায় না যে মোদিজির বিদেশ নীতিতে চিন সম্পর্কে আমাদের নীতি সম্পূর্ণ বিফল?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

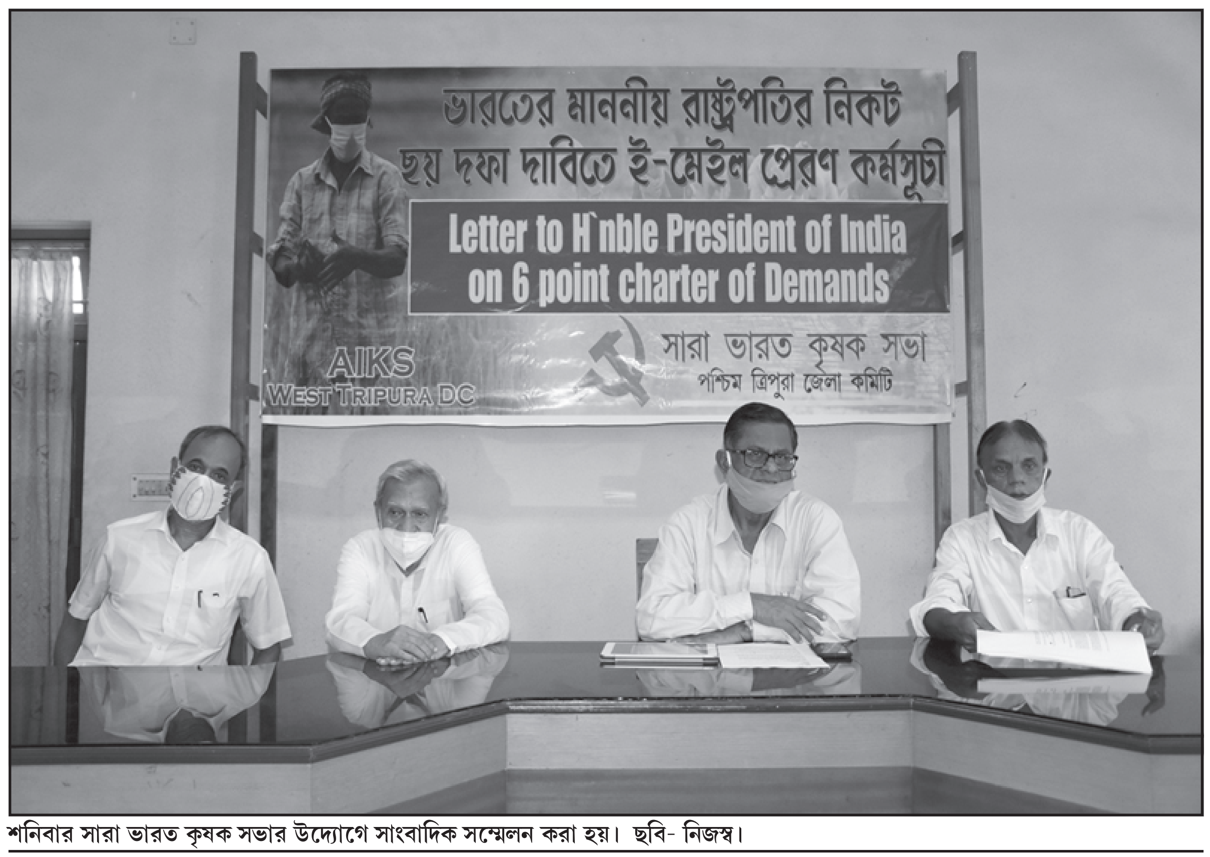

শনিবার সারা ভারত কৃষক সভার উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

শেখ হাসিনার মতো বাংলাদেশের আলেম-ওলামাদের জন্য কেউ ভাবেন না তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২০।।বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার মতো দেশের আলেম-ওলামাদের জন্য কেউ ভাবেন না'।

শনিবার দুপুরে রাজধানীর মিন্টু রোডের সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে তথ্যমন্ত্রী তার নিজ নির্বাচনী এলাকার রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় পাঁচ শতাধিক মসজিদের ইমাম-ওলামাদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপহার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। মন্ত্রী ড় হাছান বলেন, 'বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় থাকাকালেও আলেম-ওলামাদের কথা ভাবেনি। কিন্তু নির্বাচনের সময় তারা ঠিকই ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে।' অপরদিকে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা আলেম-ওলামাদের জন্য যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছেন উল্লেখ করেন তথ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে মসজিদ নির্মাণ, এক লাখ মসজিদে সাড়ে চার হাজার টাকা মাসিক ভাতায় একজন শিক্ষকসহ মক্তব স্থাপন, কওমী মাদ্রাসার সর্বোচ্চ পর্যায়ের শিক্ষাকে স্বীকৃতি প্রদান, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, করোনা পরিস্থিতিতে দেশের প্রায় সব মসজিদের জন্য পাঁচ হাজার টাকা করে বরাদ্দ প্রদানের এসব মাইলফলক উদ্যোগ প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক ভাবনারই ফসল।

ড় হাছান মাহমুদ এসময় বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সাংবাদিক কামাল লোহানী ও তথ্য অধিদফতরের সাবেক উপ-প্রধান তথ্য কর্মকর্তা ও সাহিত্যিক জাফর আলমের সদ্যপ্রয়াণে গভীর শোক জানান ও তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন।

রাঙ্গুনিয়া প্রান্তে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, রাঙ্গুনিয়া উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) ফখরুল ইসলাম। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের রাঙ্গুনিয়া উপজেলা ফিল্ড সুপারভাইজার মো. মোকাম্মেলের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন রাঙ্গুনিয়া উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার শামসুল আলম তালুকদার, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক জসিম উদ্দিন তালুকদার। এ আয়োজনে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে রাঙ্গুনিয়ার ৫০৪টি মসজিদের প্রত্যেকটির ইমাম-ওলামাদের মাঝে করোনা পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপহার নগদ পাঁচ হাজার টাকা করে বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে সবাই দেশ ও বিশ্বের সবার নিরাপদ ও সুস্থ জীবনের জন্য প্রার্থনায় অংশ নেন।

করোনায় মৃত স্বাধীন বাংলা বেতারের সাংবাদিক কামাল লোহানি

ঢাকা, ২০ জুন (হি. স.) : প্রয়াত হলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বার্তা সম্পাদক কামাল লোহানি। করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় ৮৬ বছর বয়সী সাংবাদিক তথা সাংস্কৃতিক কর্মী কামাল লোহানি। বাংলাদেশের মহাখালিতে শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রো লিভার ইনস্টিটিউট অ্যান্ড হসপিটালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। শনিবার সকাল ১০ টায় তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

কামাল লোহানির স্ত্রী দীপ্তি লোহানি কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছেন। তাঁর দুই কন্যা ও এক পুত্র আছেন। তাঁরাও সাংবাদিকতা ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে যুক্ত। শুক্রবার লোহানির মেয়ে উর্মি লোহানি জানিয়েছিলেন, কিডনি ও ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর বাবা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। শনিবার তিনি জানান, এদিন সকালেই বর্ষীয়ান সাংবাদিকের করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে। এর আগে মে মাসে তিনি কিডনি ও ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। দু'সপ্তাহ চিকিৎসার পরে তিনি বাড়ি ফেরেন। গত বুধবার ফের তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিন লোহানির মৃত্যুর খবর জানাজানি হওয়ার পরেই অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শোক প্রকাশ করেন।

কালিগঞ্জে গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মহত্যা রেশন ডিলারের

কালিগঞ্জ (অসম), ২০ জুন (হি.স.) : এক রেশন ডিলারের আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। ঘটনাটি ঘটেছে করিমগঞ্জ শহরের পার্শবর্তী কালিগঞ্জে। পঞ্চাশোর্ধ বিমল পাল রহস্যজনকভাবে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, শনিবার ভোররাতে করিমগঞ্জ জেলার কালিগঞ্জ অঞ্চলের রাউতগ্রামের পালপাড়ায় অবস্থিত নিজের বাড়িতেই এই ঘটনাটি সংঘটিত

ছয়ের পাতায়

মাত্র ৭২ ঘণ্টার মধ্যে গালওয়ানে ৬০ মিটার লম্বা একটি ব্রেইলি ব্রিজ তৈরি করল সেনা

নয়াদিল্লি, ২০ জুন (হি. স.):বড়সড় সাফল্য ভারতের। ভারত-চিন উত্তেজনার মধ্যেই পূর্ব লাদাখ অঞ্চলের গালওয়ানে শ্যোক নদীর ওপরে ৬০ মিটার লম্বা একটি ব্রেইলি ব্রিজ তৈরি করে ফেললেন সেনার ইঞ্জিনিয়াররা। ব্রিজটি শেষ করা হয় বৃহস্পতিবার। যেটা ভারতকে সাহায্য করবে এই সেক্টরে নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে। এরফলে ওই এলাকায় সহজেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইনফ্যান্টি ডিভিশন গালওয়ান নদী পেরিয়ে ঢুকে পড়তে পারবে।

গত সোমবার গালওয়ান উপত্যকার ঘটনায় ২০ জন ভারতীয় সেনা নিহত হওয়ার পরে মঙ্গলবার (১৬ জুন) সকালে চিনের সঙ্গে উত্তেজনা অব্যাহত থাকায় সেনাবাহিনী সেনার ইঞ্জিনিয়ার বিভাগকে শ্যোক নদীর উপরে ৬০ মিটার দীর্ঘ "বেইলি ব্রিজটি নির্মাণের কাজ দ্রুত করার নির্দেশ দেয়। এরপরই ফলে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতেই ৬০ মিটার লম্বা এই ব্রিজটি বানিয়ে ফেলেছেন ভারতীয় সেনার ইঞ্জিনিয়াররা। তাঁদের সাহায্য করেছে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (বিআরও)। চার লেনের এই ব্রিজটি গালওয়ান ও শ্যোক নদীর সংযোগস্থল থেকে তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আর চিন-ভারত সেনাবাহিনীর সংঘর্ষস্থলের থেকে মাত্র ২ কিমি দুরে।

এর ফলে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার খুব কাছে ভারতীয় সেনার ফরোয়ার্ড পোস্টগুলিতে ভারী যুদ্ধাস্ত্র, সামরিক সরঞ্জাম, রসদ, সেনা, যানবাহন সবই মসৃণভাবে যাতায়াত করতে পারবে বলে জানিয়েছে সেনা আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার ব্রিজটির নির্মাণ শেষ হয়েছে। এক সেনাকর্তার দাবি, ভারতীয় সেনার ফর্মেশন ইঞ্জিনিয়াররা এবং বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন নিজের কাজ চালিয়ে যাবে। চিনের সেনার কোনও অভিসন্ধিই সার্থক হবে না। এই ব্রিজটি বহুদিন ধরেই তৈরি করার চেষ্টা করছিল ভারত।

আর তাতেই চাপে পড়ে যায় চিন। যার ফলশ্রুতিতেই গত ১৫ জুনের হামলা। তবে দুদেশের মধ্যে এত উত্তেজনা সত্ত্বেও মাত্র ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সেনার ইঞ্জিনিয়ারদের নিরাপত্তা দিয়ে যুদ্ধকালীন ততরতায় ব্রিজটি শেষ করা হয়।শুধু ব্রিজ নির্মাণ নয়, ২৪ ঘণ্টা তার উপর দিয়ে যানবাহনও চালিয়ে তার পরীক্ষা করা হয় বলে জানিয়েছে সেনা।

সেনা সূত্রে জানা যাচ্ছে, দারবুক থেকে দৌলত বাগ ওল্ডি 'এয়ারস্ট্রিপ' পর্যন্ত দীর্ঘ ২৫৫ কিমি রাস্তাকে সংযুক্ত করল এই বেইলি ব্রিজটি। ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এক অনন্য নজীর হয়ে দাঁড়াল এই ব্রিজটি। এখানে কোনও সমতল জমি যেমন নেই, তেমনই খুবই সংকীর্ণ গিরিখাত। গরমের সময়ও এই এলাকার তাপমাত্রী হিমাঙ্কের নীচে থাকে। এটি এক ধরণের বহনযোগ্য সেতু যা সেনাবাহিনী এমন জায়গাগুলিতে প্রয়োজনীয়তার জন্য তৈরি করে, যেখানে চলাচলের কোনও সঠিক পথ নেই। মিশন শেষ হওয়ার পরে সেনাবাহিনী এই অস্থায়ী সেতুটি ফেলে দেয়।

অসমের সর্বকনিষ্ঠ কোভিড-১৯ আক্রান্ত পাঁচ মাসের শিশু, বাড়ি বরাক উপত্যকার কাটিগড়ায়

শিলচর (অসম), ২০ জুন (হি.স.) : অসমের সর্বকনিষ্ঠ কোভিড-১৯ আক্রান্ত ধরা পড়েছে বরাক উপত্যকায়। সর্বকনিষ্ঠ করোনা সংক্রমিতের বয়স মাত্র পাঁচ মাস। কাছাড় জেলার কাটিগড়া বিধানসভা এলাকায় এই সর্বকনিষ্ঠ শিশুপুত্রের বাড়ি।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, করোনা সংক্রমিত শিশুটির ট্র্যাভেল হিস্ট্রি রয়েছে। সে পরিবারের সদস্যের সঙ্গে দিল্লি থেকে এসেছে। তার সোয়াব পরীক্ষা করে পজিটিভ রেজাল্ট আসার পর তাকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে চিকিৎসার জন্য ভরতি করা হয়েছে। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, এই শিশুপুত্রের যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতাল সূত্রে আরও জানা গেছে, আজ শনিবার বরাক উপত্যকার আরও ৮ জনের পজিটিভ রেজাল্ট এসেছে। প্রত্যেককেই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। এদের মধ্যে কাছাড় জেলার ৬ এবং করিমগঞ্জ জেলার ২ জন।আজ কাছাড় জেলার যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাঁরা দর্মিখালের রাহুল রায় (২৩), কাটিগড়ার গুলধানা বেগম বড়লস্কর (২৬), রানিঘাটের রেজওয়ানা বেগম (২২), কাটিগড়া এলাকার শিশু (৫ মাস), সোনাবাড়িঘাটের তাজিরুল হুসেন (২৮) এবং উধারন্দের বিশ্বজিৎ দাস (২৭)।

করিমগঞ্জ জেলার দুজন রামকৃষ্ণনগরের মহীতোষ দাস (২৩) এবং দুল্লভছড়ার অনন্ত দে (৪৩)। আজকের সব আক্রান্তের ট্র্যাভেলিং হিস্ট্রি রয়েছে। কেউ এসেছেন বেঙ্গালুরু থেকে বা কেউ চেন্নাই এবং দিল্লি থেকে।

বটদ্রবা নামঘরে ৫০১টি প্রদীপ প্রজ্বলন করে ভারত-চিন সীমান্তে শহিদদের স্মরণ বিধায়ক আঙুরলতার

বটদ্রবা (অসম), ২০ জুন (হি.স.) : বটদ্রবা নামঘরে ৫০১টি প্রদীপ প্রজ্বলন করে ভারত-চিন সীমান্তে শহিদ জওয়ানদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন মধ্য অসমের নগাঁও জেলার অন্তর্গত বটদ্রবার বিধায়িক আঙুরলতা ডেকা। সেই সঙ্গে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মারও আরোগ্য কামনা করেছেন তিনি। শনিবার বটদ্রবা নামঘরে ৫০১টি প্রদীপ প্রজ্বলনে বিধায়ককে সাহায্য করেছেন স্থানীয় মহিলারা।

আজ রাভা দিবস।

ছয়ের পাতায়

কোভিড-১৯: বাংলাদেশে এক দিনে মৃত্যু ৩৭, নতুন শনাক্ত ৩,২৪০

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২০।।বাংলাদেশে একদিনে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৩৭ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকালের চেয়ে আজ ৮ জন কম মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকাল ৪৫ জন মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসে দেশে মৃত্যুবরণ করেছেন ১ হাজার ৪২৫ জন। শনাক্তের বিবেচনায় আজ মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩১ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ১ দশমিক ৩২ শতাংশ। গতকালের চেয়ে আজ শূন্য দশমিক শূন্য ১ শতাংশ কম।

শনিবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন হেলথ বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান। ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘন্টায় ১৪ হাজার ৩১ জনের নমুনা পরীক্ষায় ৩ হাজার ২৪০ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। গতকালের চেয়ে আজ ৩ জন কম শনাক্ত হয়েছে। গতকাল শনাক্ত হয়েছিল ৩ হাজার ২৪৩ জন। দেশে বর্তমানে করোনা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ১ লাখ ৮ হাজার ৭৭৫। তিনি জানান, নমুনা পরীক্ষায় আজ শনাক্তের হার ২৩ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। আগের দিন এ হার ছিল ২১ দশমিক ৫৬ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ শনাক্তের হার ১ দশমিক ৫৩ শতাংশ বেশি।

এদিকে, করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় হাসপাতাল এবং বাসায় মিলিয়ে সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৪৮ জন। গতকাল সুস্থ হয়েছিলেন ১ হাজার ৯৭৫ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৪৩ হাজার ৯৯৩ জন। নাসিমা সুলতানা জানান, আজ শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪০ দশমিক ৪৪ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ৪০ দশমিক ৬৯ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ সুস্থতার হার শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশ কম। অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, 'করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘন্টায় নামুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১৩ হাজার ৭৭৯টি। আগের দিন সংগ্রহ করা হয়েছিল ১৬ হাজার ৩২৭টি। গতকালের চেয়ে আজ ২ হাজার ৫৪৮টি নমুনা কম সংগ্রহ করা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১৪ হাজার ৩১টি। আগের দিন নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল ১৫ হাজার ৪৫টি। এ পর্যন্ত দেশে মোট ৫ লাখ ৯৬ হাজার ৫৭৯টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ৬২৮ জনকে। ছাড় পেয়েছেন ১৮৭ জন। নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাতিষ্ঠানিক ও হোম কোয়ারেন্টিন মিলে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে ১ হাজার ৫৩৮ জনকে। এখন পর্যন্ত ৩ লাখ ৩৪ হাজার ৭৬৪ জনকে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে। কোয়ারেন্টিন থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় ছাড় পেয়েছেন ২ হাজার ৭৪ জন। দেশে কোয়ারেন্টাইনের জন্য ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সেবা দেয়া যায় ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে।

অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা জানান, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) ২৪ ঘন্টায় সংগৃহিত হয়েছে ৩ হাজার ৯০৭টি। গত ২৪ ঘন্টায় বিতরণ হয়েছে ৬ হাজার ৮শ'টি। এ পর্যন্ত সংগ্রহ ২৫ লাখ ১৮ হাজার ২৪৫টি। এ পর্যন্ত বিতরণ হয়েছে ২৩ লাখ ৪১ হাজার ৬০৫টি। বর্তমানে ১ লাখ ৮৬ হাজার ৬৪০টি পিপিই মজুদ রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় হটলাইন নম্বরে ১ লাখ ৮৪ হাজার ৭২০টি এবং এ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ২২ লাখ ৪৩ হাজার ৫০৬টি ফোন কল রিসিভ করে স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি জানান, করোনাভাইরাস চিকিৎসা বিষয়ে এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ৩৮১ জন চিকিৎসক অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে ৪ হাজার ২১৭ জন স্বাস্থ্য বাতায়ন ও আইইডিসিয়ার'র হটলাইনগুলোতে স্বেচ্ছাভিত্তিতে সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা জনগণকে চিকিৎসাসেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন। ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, দেশের বিমানবন্দর, নৌ, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দর দিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় ৭৫৯ জনসহ সর্বমোট বাংলাদেশে আগত ৭ লাখ ২৩ হাজার ৪৪ জনকে স্কিনিং করা হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি তুলে ধরে অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৯ জুন পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৯ হাজার ৪৫৯ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৫ লাখ ৪১ হাজার ৪১ জন। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৪২৯ জন এবং এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ৩০৭ জন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৯ জুন পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী সারাবিশ্বে ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ৪২ হাজার ৪৫১ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৮৩ লাখ ৮৫ হাজার ৪৪০ জন।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৫ হাজার ১৫১ জন এবং এ পর্যন্ত ৪ লাখ ৫০ হাজার ৬৮৬ জন বলে তিনি জানান।

করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সবাইকে ঘরে থাকা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, জনসমাগম এড়িয়ে চলা, সর্বদা মুখে মাস্ক পরে থাকা, সাবান পানি দিয়ে বারবার ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়া, বাইরে গেলে হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার, বেশি বেশি পানি ও তরল জাতীয় খাবার, ভিটামিন সি ও ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, ডিম, মাছ, মাংস, টাটকা ফলমূল ও সবজি খাওয়াসহ শরীরকে ফিট রাখতে নিয়মিত হালকা ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্য অধিদফতর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ-নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়। তিনি বলেন, ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ তা অতিরিক্ত ঝুঁকি তৈরি করে।

করোনার থাবায় ভোমরা বন্দরে ৪৩৫ কোটি টাকার ক্ষতি ৮৭ দিন বন্ধ থাকার পর চালু হয়েছে ভোমরা স্থল বন্দরের কার্যক্রম

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২০।।করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে টানা ৮৭ দিন বন্ধ থাকার পর চালু হয়েছে সাতক্ষীরার ভোমরা স্থল বন্দরের আমদানি কার্যক্রম।

শনিবার (২০ জুন) বিকেল ৩টার দিকে ভোমরা বন্দর ও ভারতের ঘোজাডঙ্গা বন্দর দিয়ে পুনরায় আমদানি কার্যক্রম শুরু হয়। তবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে রফতানি কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। বন্দর বন্ধ থাকায় সরকার রাজস্ব হারিয়েছে ২৬১ কোটি টাকার আর ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হয়েছে ১৭৪ কোটি টাকা। সবমিলে ৪৩৫ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। বন্দরের জিরো পয়েন্ট দিয়ে প্রবেশের সময় আগের মতো স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে ভারতীয় নাগরিকদের। পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি মেনেই চলছে কার্যক্রম।

বন্দরের ইমিগ্রেশন পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) বিশ্বজিৎ সরকার বলেন, আমদানি কার্যক্রম চালু হওয়ার পর দেশে প্রবেশের সময় আগের নিয়মে সবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। তবে এখনও ভারত ও বাংলাদেশের পাসপোর্টধারী যাত্রীদের যাতায়াত বন্ধ রয়েছে।

ভোমরা বন্দরের সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ মাকসুদুল খান বলেন, করোনার কারণে ২৫ মে থেকে ভোমরা বন্দরের আমদানি-রফতানি কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। শনিবার থেকে সীমিত পরিসরে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বন্দরে আবারও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের মাঝে কর্মচাঞ্চল্য ফিরতে শুরু করেছে। বন্দর বন্ধ থাকায় ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হয়েছে ১৭৪ কোটি টাকা।

ভোমরা বন্দরের রাজস্ব কর্মকর্তা এনাম হোসেন বলেন, বন্দর দিয়ে শুধুমাত্র আমদানি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রথমদিনে কতগুলো ট্রাক প্রবেশ করবে সেটির সঠিক সংখ্যা এই মুহূর্তে দেয়া সম্ভব নয়। এছাড়া বন্দর দিয়ে ভারতে রফতানি কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। ভারতের ঘোজাডাঙ্গা বন্দর কর্তৃপক্ষ ও ব্যবসায়ীরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে রফতানি কবে নাগাদ চালু হবে সেটির বিষয়ে পরে জানাবে। তিনি বলেন, বন্দর দিয়ে প্রতিদিন প্রায় তিন কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হয়। টানা ৮৭ দিন বন্ধ থাকায় ২৬১ কোটির টাকা রাজস্ব হারিয়েছে সরকার।

টানা বৃষ্টি, উজান অসমের যোরহাট জেলার টিয়কে জলের নীচে জাতীয় সড়ক

টিয়ক (অসম), ২০ জুন (হি.স.) : গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে উজান অসমের যোরহাট জেলার টিয়কে ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে জল বইছে। টিয়ক নদীর জলস্তর বৃদ্ধি হওয়ায় গত দুদিন ধরে জলে থই থই জাতীয় সড়ক।

টিয়কের দক্ষিণ-পূর্বে লেতেকু ক্ষেত সংলগ্ন নদীবাঁধ সংস্কার করা হয়নি, তারই পরিণতি এই বলে মনে করা হচ্ছে। বন্যার জলে ভেসে গেছে নদীর দুই পারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। বন্যার জলে প্লাবিত টিয়ক চা বাগান, হাতখোলা, নদীতলি, বাঁশবাড়ি, চাকুলিবর, উলুবাড়ি, টিয়ক-বলমা-নকসাড়ি রাস্তার একাংশ।

জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজে ঢিলেমি, রাস্তার পাশে অপরিকল্পিতভাবে পাকা নালা নির্মাণ করা হয়েছে, একাংশ নাগরিক অবৈজ্ঞানিকভাবে পাকা বাড়ি, পাকা দেওয়াল উঠিয়েছেন। ফলে বন্যার জল বেরিয়ে যাওয়ার সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে, এই সব কারণেই টিয়কের বিস্তীর্ণ এলাকা জলে জলাকার হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে যান বাহন চলাচলে ব্যাঘত সৃষ্টি হয়েছে। চারলেনের রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকেই প্রত্যেক বছর ওই অঞ্চলে হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে, এই সমস্যার সমাধান চেয়ে স্থানীয় লোকজন প্রশাসন এবং যে কোম্পানি ওই রাস্তা সংস্কারের কাজ করছে সেই কোম্পানিকে স্মারকপত্র দিয়েছে। তার পরও আজ পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তুলেছেন ক্ষুব্ধ স্থানীয় মানুষ।

২০ শহিদকে শ্রদ্ধাঞ্জলি, গুয়াহাটির শোরুম বন্ধ করেছে চিনা সামগ্রী বিক্রি

গুয়াহাটি, ২০ জুন (হি.স.) : লাদাখে ভারত-চিন সীমান্তবর্তী গালওয়ান উপত্যকায় ২০ জন শহিদ জওয়ানকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে আগ্রাসী চিনা সামগ্রী বিক্রি করে দিয়েছে গুয়াহাটির একটি শোরুম।

গুয়াহাটির উলুবাড়িতে অবস্থিত নেক্সট ইলেক্ট্রনিকস কর্তৃপক্ষ গালওয়ান উপত্যকায় নিহত ভারতীয় সেনাবাহিনী বীর শহিদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে এই পদক্ষেপ নিয়েছেন। বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী অভিষেক সোনি এ ব্যাপারে বলেন, চিনে উৎপাদিত সব ধরনের সামগ্রী তাঁরা আজ থেকে আর বিক্রি করবেন না। তিনি রাজ্যের সর্বস্তরের বণিক সমাজকে চিনে তৈরি সামগ্রী বিক্রি বর্জন করার আহ্বান জানিয়েছেন। অভিষোক সোনি আরও জানান, চিনে তৈরি মোবাইল ফোন, এলইডি টিভি, রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি সব ধরনের চিনা সামগ্রী ইতিমধ্যে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সোনির বক্তব্য, 'আগে আমাদের নিজেদের বদলাতে হবে। যদি আমরা এখনই নিজেদের বদলাতে পারি, তা হলে আগামী তিন-চার বছরের মধ্যে দেশে বিরাট পরিবর্তন আসবে। এখন থেকে ভারতীয় সামগ্রী আমাদের বিক্রি করতে হবে, এই প্রবণতা অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে আমাদের।'

এদিকে অসম চেম্বার্স অব কমার্সও রাজ্যের সকল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে চিনে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি না করার আহ্বান জানিয়েছে।

শনিবার করোনা সংক্রান্ত সচেতনা শিবিরে বক্তব্য রাখেন উদ্যোক্তারা। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

প্রতিদিন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে তবেই ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের শুটিং

হলিউডে শুটিং শুরু করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কীভাবে শুটিং করতে হবে, সে বিষয়ে মানতে হবে কর্মজীবীদের সংগঠনের বেঁধে দেওয়া নিয়মকানুন। করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে হলিউডে তিন মাস বন্ধ ছিল শুটিং। সম্প্রতি সংগীত, সিনেমা ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানের জন্য শুটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ডিরেক্টরস গিল্ড অব আমেরিকা, এসএজি - এএফটিআবএ, আইএটিএসই ও দ্য টিমস্টারের যৌথ এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কিছু বাধ্যবাধকতা মেনে শুটিং শুরু করা যাবে।''দ্য সেফ ওয়ে ফরওয়ার্ড'' শিরোনামে ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুটিং করতে হবে ঘেরাটোপের ভেতরে। প্রস্তুতি নেওয়া থেকে শুরু করে শুটিংয়ের সর্বোচ্চ সময় ১০ ঘণ্টা। শুটিং সেটে কোভিড-১৯ পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে। যাঁরা সুরক্ষাসামগ্রী পরবেন না, তাঁদের যথাযথ সামাজিক দূরত্বে আলাদা জোনে রাখতে হবে। দিকনির্দেশনাটি ইতিমধ্যে ক্যালিফোর্নিয়া ও নিউইয়র্কের গভর্নরের কাছে পাঠানো হয়েছে।প্রতিবেদনে প্রযোজনা সংস্থার লোকদের অবস্থানের স্থান, লোকেশন সন্ধান, অভিনয়শিল্পী নির্বাচন ও খাওয়াদাওয়ার বিস্তারিত দিকনির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে কলাকুশলীদের জোনের ভিত্তিতে ভাগ করে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, নির্মাতাদের পিপিই পরতে হবে, অভিনয়শিল্পীদের মোটা কাচের এপার-ওপার থেকে নয়তো অন্তত ছয় ফুট দূরে অবস্থান করতে হবে।এ জোনে যেসব অভিনয়শিল্পী ও কলাকুশলীরা একত্রে কাজ করবেন, তাঁদের সপ্তাহে তিনবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে। যে শিল্পীদের ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয়ের প্রয়োজন হবে, তাঁদের প্রতিদিন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে। জোন বি—তে যাঁরা কাজ করবেন, তাঁদের অবশ্যই দূরত্ব বজার রাখতে হবে এবং মাস্ক পরতে হবে। বি জোনের কর্মীদের সপ্তাহে একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে।এসএজি-এএফটিআরএ-এর প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা ও জেনারেল কাউন্সিল ডানকান ক্র্যাবট্রি আইরিল্যান্ড এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ''আমাদের প্রতিবেদনটি ইন্ডাস্ট্রির লোকেদের স্বস্তি দেবে। আশা করি প্রযোজনার সঙ্গে সরাসরি জড়িত ব্যক্তিদের জন্য এটি অবশ্যই মেনে চলা হবে।''

আইনজীবী হতে চেয়েছিলেন কারিনা

বলিউডের রাস্তায় দীর্ঘ ২০ বছর ধরে হাঁটছেন কারিনা কাপুর খান। রণধীর কাপুর ও ববিতার ছোট মেয়ে কারিনার বলিউডে অভিষেক ঘটেছিল যুদ্ধের ছবি রিফিউজি দিয়ে। এরপর ঐতিহাসিক অশোকা আর করণ জোহর পরিচালিত কাভি খুশি কাভি গম—এর 'পু' চরিত্রের পর আর একবারও পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। তড়তড় করে মই বেয়ে এগিয়েছেন। আর এর ২০ বছর পরেও ৩৯ বছর বয়সী কারিনা এখন বলিউডের সবচেয়ে অর্থ উপার্জনকারী, ব্যস্ত ও আইকনিক অভিনয়শিল্পীদের একজন।

অথচ কারিনা আইনজীবী হতে চেয়েছিলেন। যদিও পড়াশোনা মোটেও ভালো লাগত না তাঁর। প্রায়ই বড় বোন কারিশমা কাপুরের সেটে গিয়ে বসে থাকতেন। এর মধ্যেও একবার কারিনার মনে হয়েছিল, কাপুর খানদানের অন্যরা যা করছে, তিনি তা করবেন না। কাপুরেরা যখন কেউ কেউ বলিউডের পাট চুকিয়েছেন, কেউ বলিউডে রাজত্ব করছেন আর বাকিদের চোখ বলিউডে; তখন কারিনা ভেবেছিলেন, তিনি অন্য কিছু করবেন। সেই 'অন্য কিছু' ফ্যাশন ডিজাইনিংও না। আইনজীবী হতে চেয়েছিলেন কারিনা। তারপর আইন পড়তে গিয়ে সারি সারি বই দেখে বুঝলেন, এ তাঁর কর্ম নয়। ১৯ বছর বয়সে আইনের বই—খাতা শিকেয় তুলে সোজা চলে এসেছেন ছবির সেটে। বলিউডের খানদের সঙ্গে কারিনার দারুণ বনে। ছোটবেলায় কারিনার স্বপ্ন ছিল সালমান খানের সঙ্গে ছবি করার। সেই স্বপ্ন পূরণ করেছেন কারিনা। সালমানের সঙ্গে বডিগার্ড, বাজরাঙ্গি ভাইজান—র মতো হিট ছবি উপহার দিয়েছেন। তিন খানের সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে অভিনয় করে হিট ছবি উপহার দিয়েছেন। ক্যারিয়ার গড়েছেন শাহরুখের সঙ্গে পর্দা ভাগ করে। আমির খানের সঙ্গে অভিনয় করে উপহার দিয়েছেন থ্রি ইডিয়টস আর তালাশ। ইরফান খানের সর্বশেষ ছবিতেও পুলিশ হয়ে উপস্থিত ছিলেন কারিনা। আর সামনে আবার আমির খানের সঙ্গে জুটি বেঁধে মুক্তি পাবে হলিউডের আইকনিক ছবি ফরেস্ট গাম্প—এর হিন্দি সংস্করণ লাল সিং চাডঢা। অন্যদিকে সাইফ আলী খান তো তাঁর জীবনের সঙ্গী। তাঁর সঙ্গেও রয়েছে ওমকারার মতো প্রশংসিত ছবি।

৬০ কোটি টাকার সম্পদ রেখে গেছেন সুশান্ত

সুশান্ত সি রাজপুতের আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খাচ্ছে একঝাঁক প্রশ্ন। পেশাগত, প্রেমঘটিত কারণ ছাড়া তাঁর আর্থিক পরিস্থিতি নিয়েও অনেক সংশয় ছিল। তবে জানা গেছে, ৩৪ বছরের এই তরুণ সুপারস্টারের আর্থিক অবস্থা বেশ ভালোই ছিল। কোনো রকম আর্থিক সংকটের মধ্যে ছিলেন না তিনি। আর্থিক সংকটকে ঘিরে সমস্ত খবর গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছেন সুশান্তর ম্যানেজার শ্রুতি।পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে সুশান্তর ম্যানেজার জানিয়েছেন, আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল সুশান্তের। এই বলিউড তারকার মাসিক খরচ ছিল অন্তত ১০ লাখ রুপি। শ্রুতি আরও জানিয়েছেন, সুশান্ত বান্দ্রায় যে বাসায় থাকতেন, তার ভাড়া সাড়ে চার লাখ রুপি। শুধু তা—ই নয়, পুনে পাবনা বাঁধের পাশে এই বলিউড তারকা একটা ফার্ম হাউসও ভাড়া নিয়েছিলেন।শ্রুতির বয়ান অনুযায়ী, সুশান্তের কয়েকটি বিদেশি গাড়ি ছিল। ২০১৯ সালের জুলাই থেকে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সুশান্তর ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছেন শ্রুতি। তিনি আরও জানান, চারটি নতুন ছবির চিত্রনাট্য নিয়ে কাজ করছিলেন সুশান্ত। এ ছাড়া সামাজিক কাজ, জ্যোতির্বিদ্যা এবং অভিনয় শেখানোসংক্রান্ত নানান কাজে ব্যস্ত ছিলেন তিনি।শ্রুতি বলেছেন, 'ভিভিড রেড রিয়ালিস্টিক' নামক এক কোম্পানি খুলেছিলেন সুশান্ত। এটা এই বলিউড সুপারস্টারের ভাচ্যুয়াল রিয়েলিটির প্রোজেক্ট ছিল। এ ছাড়া সুশান্ত 'নেশন ইন্ডিয়া ফর ওয়ার্ল' (এনআইএফডব্লু) নামের এক প্রজেক্টের ওপরও কাজ করছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি নাসা এবং ইজরো—সম্পর্কিত নানান তথ্য সংগ্রহ করতেন। জ্যোতির্বিদ্যার ওপর সুশান্তের প্রবল আগ্রহ ছিল।সুশান্ত প্রতি ছবিতে পাঁচ কোটি থেকে সাত কোটি রুপি নিতেন। এ ছাড়া তাঁর হাতে একাধিক বিজ্ঞাপনও ছিল। একটা বিজ্ঞাপনের জন্য এক কোটি রুপি পারিশ্রমিক নিতেন তিনি। জানা গেছে, সুশান্তের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৬০ কোটি রুপির বেশি। গাড়ির শখ ছিল এই তরুণ সুপারস্টারের। একাধিক দামি গাড়ি এবং মোটরসাইকেল ছিল সুশান্তর।

নওয়াজুদ্দিনও আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন

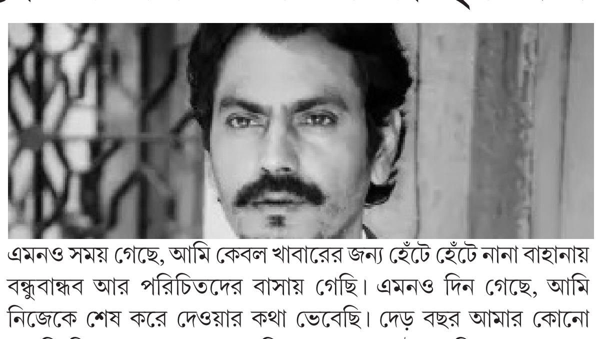

বলিউড তারকা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর অনেকেই বলিউডের স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব, নিজেদের বিষণ্ণতা নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন। কঙ্গনা রনৌত, অভিনব কশ্যপ, আয়েশা টাকিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকীও। বলেছেন শুরুর দিকের কথা, যখন হতাশায় মুষড়ে পড়েছিলেন তিনি। একবার আত্মহত্যা করবেন বলেও ঠিক করেছিলেন।ভারতের এক দৈনিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নওয়াজুদ্দিন জানান, তিনি কখনো তারকা হতে চাননি। তিনি কেবল অভিনেতা হতে চেয়েছেন। অন্যকিছু নয়, কেবল অভিনয় করেই খেতে চেয়েছিলেন। ক্যারিয়ারের শুরুতে দীর্ঘ সময় এমন গেছে যে বেঁচে থাকার জন্য কেবল খাবারের চিন্তা করেছেন তিনি। প্রায় ১০ বছর তিনি অভিনয়ের চেষ্টার পাশাপাশি নানা কিছু করেছেন, যেগুলো কেবল জীবন বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে। ১০ বছর সময় লেগেছে নওয়াজের, মানুষকে বিশ্বাস করাতে যে তিনি অভিনয় পারেন। এই সময়েই একদিন মুষড়ে আত্মহত্যার কথা ভেবেছিলেন নওয়াজুদ্দিন। তিনি বলেন, ''যখন মানুষ বড় স্বপ্ন দেখতে শুরু করে, তখনই মানুষ হতাশ হয়, ভেঙে পড়ে। এমনও সময় গেছে, আমি কেবল খাবারের জন্য হেঁটে হেঁটে নানা বাহানায় বন্ধুবান্ধব আর পরিচিতদের বাসায় গেছি। এমনও দিন গেছে, আমি নিজেকে শেষ করে দেওয়ার কথা ভেবেছি। দেড় বছর আমার কোনো চাকরি ছিল না, কোনো কাজ ছিল না, কোনো টাকা ছিল না, কোনো খাবার ছিল না। আমি কেবল বেঁচে থাকার চিন্তা করেছি। মরার চিন্তাও করেছি। আমি তখন শারীরিকভাবেও অনেক দুর্বল হয়ে গেছি। চিন্তায় আর ঘুমের অভাবে আমার মাথার চুল পড়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছিল, আত্মহত্যা না করলেও আমি এমনিতেই মরে যাব।''

নিজের 'ফেইশল' নিজে করতে চাইলে অনুসরণ করতে হবে কয়েকটি ধাপ

'ফেইশল' করা ত্বকের জন্য উপকারী হলেও মহামারীর এই সময়ে স্যালনে যাওয়াটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ।রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে সুন্দর, মসৃণ ও কোমল ত্বক পেতে ফেইশলের উপকারিতা এবং ঘরে বসে নিজেই ফেইশল করার ধাপ সমূহ সম্পর্কে জানানো হল।এর জন্য নির্দিষ্ট কিছু প্রসাধনীর প্রয়োজন হয়। এবং এগুলো কাজ করার জন্য কিছুটা সময় দিতে হয়।তাই ফেইশল করতে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় লাগে। ১০ থেকে ১৫ দিন পর পর ফেইশল করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

ত্বক পরিষ্কারের উপকারিতা

জমে থাকা প্রসাধনী দূর করে: ত্বক পরিষ্কার করা হলেও অনেক সময় লোমকূপে প্রসাধনী জমে থাকতে পারে। এবং তা অনেক সময় স্থায়ী হয়ে যায়। ফলে লোমকূপ বন্ধ করে দেয়। নিয়মিত ত্বক পরিষ্কার করা হলে এই সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

মসৃণ উজ্জ্বল ত্বক: ত্বকে মৃত কোষের জন্য তা দেখতে নির্জীব, রুক্ষ ও বয়স্ক দেখায়। মৃত কোষ দূর করা হলে তা মসৃণ ও উজ্জ্বল হয়।

আর্দ্রতা রক্ষা: ত্বক পরিষ্কার করার পরে ময়েশ্চারাইজ করা হলে ত্বকের আর্দ্রতা বজায় থাকে। ত্বক পরিষ্কার করার ফলে মৃত কোষ দূর হয় এবং এই সময় ত্বকে আর্দ্রতার প্রয়োজন হয়। তাছাড়া ত্বকের পিএইচ'য়ের ভারসাম্য রক্ষা করতেও ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা জরুরি।

রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি: ত্বকের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পেলে নানান ধরনের সমস্যা যেমন বয়সের ছাপ, ত্বকের গুণগত মান, সুগঠিত পেশি ও ক্লান্তিভাব দূর হয়।

ফেইশল করার কয়েকটি ধাপ হল

ধাপ-১: মুখ পরিষ্কার করা

প্রথম ও প্রধান ধাপ হল ত্বক পরিষ্কার করা। এতে ত্বক ফেইশলের অন্যান্য ধাপের জন্য প্রস্তুত হয়।

* মৃদু অথবা ফোমধর্মী পরিষ্কারক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে নিন।

* মুখ ধুতে কুসুম গরম পানি ব্যবহার করুন।

* পরিষ্কারক যেন খুব বেশি কঠিন বা রুক্ষ না হয় সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে নিন।

* ত্বক বার বার পরিষ্কার করবেন না এতে ত্বকের প্রাকৃতিক তেল দূর হয়ে যাবে।

ধাপ-২: ভাপ দেওয়া

ভাপ ত্বকের লোমকূপ উন্মুক্ত করে। ফলে ময়লা ও মৃত কোষ সহজেই দূর হয়। ভাপ দেওয়া ত্বককে গভীর থেকে আর্দ্র করে এবং লোম কূপের আকার ছোট করে। এছাড়াও এটা ত্বককে এক্সফলিয়েট করার জন্য প্রস্তুত করে ও শুষ্ক করে ফেলে না।

ধাপ-৩: ত্বক এক্সফলিয়েট করা

ত্বকে ভাপ দেওয়া হলে তা এক্সফলিয়েটের জন্য উপযুক্ত হয়ে যায়। মৃত কোষ ও লোমকূপে জমে থাকা ময়লা দূর হয়।

* মৃদু স্ক্রাব ভেজা ত্বকে ব্যবহার করে।

* স্ক্রাব দিয়ে ত্বক গোলাকারভাবে এক মিনিট মালিশ করুন।

* ত্বক খুব বেশি এক্সফলিয়েট করা যাবে না। ত্বক সংবেদনশীল হলে মৃদু এক্সফলিয়েটের ব্যবহার করুন।

প্রাকৃতিক স্ক্রাব তৈরি- চালের গুঁড়া-১ চা-টেবিল চামচ। কমলার খোসার গুঁড়া আধা চা-চামচ। ননীযুক্ত দই ১ টেবিল-চামচ। এক চিমচি হলুদ।

পদ্ধতি: সব উপাদান একসঙ্গে মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। ঘনত্ব বুঝে এতে দই যোগ করুন। প্যাকটি তৈরি করে মুখে মেখে ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন।

প্যাকটি খানিকটা শুকিয়ে আসলে ভেজা হাত দিয়ে ত্বক আলতোভাবে মালিশ করুন। চালের গুঁড়া ত্বক পরিষ্কার করবে ও কমলার খোসা ত্বক উজ্জ্বল করবে।

ধাপ-৪ মাস্ক ব্যবহার

ত্বক এক্সফলিয়েট করার পরে ত্বকের প্রয়োজন অনুযায়ী মাস্ক ব্যবহার করুন। ফেইস মাস্ক এক্সফলিয়েটের পরে ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে সহায়তা করে। এটা লোমকূপ টানটান করতে ভূমিকা রাখে। এক্সফলিয়েটরের পরে পিল-অফ ধর্মী মাস্ক ব্যবহার না করে বরং আর্দতা রক্ষা করে এমন ফেইস প্যাক ব্যবহার করুন।নিজের ত্বকের প্রয়োজন অনুযায়ী মাস্ক নির্বাচন করতে না পারলে টক দইয়ের তৈরি প্যাক ব্যবহার করুন এটা সব ধরনের ত্বকের সঙ্গে মানানসই।

উপকরণ: ননীযুক্ত দই এক টেবিল-চামচ। মধু আধা টেবিল-চামচ।

পদ্ধতি: সব উপাদান একসঙ্গে মিশিয়ে পরিষ্কার ত্বকে ব্যবহার করুন। ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে কুসুম গরম পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

মধু ত্বকের আর্দতা রক্ষা করে এবং এর ব্যাক্টেরিয়া ও প্রদাহনাশক উপাদান দিয়ে ত্বক সুস্থ রাখে। দইয়ের ল্যাক্টিক অ্যাসিড রাসায়নিক উপাদানের চেয়ে ত্বকে ভালো কাজ করে।

ধাপ-৫: টোনিং

ত্বকের পিএইচের ভারসাম্য বজায় রাখতে ও আর্দতা ধরে রাখতে টোনিং করা জরুরি।

ত্বক প্রাকৃতিকভাবে টোনিং করতে শসার রস বা গ্রিন টিন ব্যবহার করতে পারেন। গোলাপ জলও খুব ভালো টোনার হিসেবে কাজ করে।

ধাপ-৬ ময়েশ্চারাইজার

উপরের সব ধাপ সম্পন্ন করার পরে ত্বকের আর্দতা নিশ্চিত করতে কোমল ও হালকা ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা জরুরি। ময়েশ্চারিজার যেন লোমকূপ বন্ধ করে না দেয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

'টোয়াইলাইট'-এর বেলা এবার রাজকুমারী ডায়ানা

রাজকুমারী ডায়ানার ওপর আরও একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হবে। এবারের চলচ্চিত্রে মূলত উঠে আসবে প্রিন্স চার্লসের সঙ্গে এই প্রিন্সেস অব ওয়েলসের বোঝাপড়ার ঘাটতি ও বিচ্ছেদের বিষয়টি। আর এই বেলা বড় পর্দার প্রিন্সেস ডায়ানা হবেন বড় পর্দার 'বেলা', ক্রিস্টেন স্টুয়ার্ট। দ্য গার্ডিয়ান বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।সিনেমার নাম স্পেনসার। চিত্রনাট্য লিখবেন সেভেন নাইটসখ্যাত পিকি ব্লাইন্ডার্স। আর পরিচালনা করবেন চিলির ৪৩ বছর বয়সী পরিচালক পাবলো লারেন। নো ও জ্যাকিএই দুটো ছবির জন্য তিনি সেরা পরিচালক হিসেবে অস্কারে মনোনয়ন পেয়েছেন। আর সেরা বিদেশি ভাষার ছবি হিসেবে অস্কারজয়ী আ ফ্যান্টাস্টিক উইমেন ছবিটির প্রযোজক ছিলেন। ডায়ানা চরিত্রে ক্রিস্টেনই সেরা জানিয়ে তিনি বলেন, 'ক্রিস্টেন এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরাদের একজন। আমরা ছবিতে সেই মুহূর্তটাকে ধরব, যেখানে একজন নারী সিদ্ধান্ত নেয়, সে তার মাথায় কোনো রানির মুকুট চায় না। সে এক যুগ আগের সেই মানুষটা হতে চায়, যার জীবনে প্রিন্স চার্লস বলে কারও সঙ্গে দেখা হয়নি, পরিচয় হয়নি।'এর আগে ক্রিস্টেন স্টুয়ার্ট টোয়াইলাইট ফ্র্যাঞ্চাইজি, স্নো হোয়াইট অ্যান্ড দ্য হান্টসম্যান, চার্লিস অ্যাঞ্জেলস ছবিগুলোয় নিজেকে নানাভাবে বড় পর্দায় ভেঙে-গড়ে প্রমাণ করেছেন।ক্রিস্টেন স্টুয়ার্ট। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

১৯৮১ সালে ২০-এ পা দেওয়া ডায়ানার সঙ্গে বিয়ে হয় প্রিন্স চার্লসের। ১৯৯২ সাল থেকে তাঁরা আলাদা হয়ে যান। ১৯৯৬ সালে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়। এর পরের বছরই প্যারিসে এক মারাত্মক গাড়ি দুর্ঘটনায় তিনি মাত্র ৩৬ বছর বয়সে মারা যান। যদিও এই 'দুর্ঘটনা' নিয়ে নানান তত্ত্ব বাজারে প্রচলিত আছে। পরিচালক সে কথাও উল্লেখ করতে ভুললেন না, 'ক্রিস্টেন নানা কিছু হতে পারে। বাস্তবসম্মতভাবে হতে পারে। এমনকি সে একই সঙ্গে রহস্যময়, ভঙ্গুর আর শক্তিশালী হতে পারে। তাই ডায়ানা চরিত্রে ও ছাড়া এই মুহূর্তে আর কাউকে ভাবতে পারছি না।'এর আগে ডায়ানা (২০১৩) ছবিতে ডায়ানা হয়েছিলেন নাওমি ওয়াটস। আর নেটফ্লিক্সের সিরিজ 'দ্য ক্রাউন'-এ ডায়ানার চরিত্রে দেখা দিচ্ছেন নতুন মুখ এমা করিন।

শনিবার ডিওয়াইএফআই এর উদ্যোগে আগরতলায় ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

সিআইডির কাছে সন্তোষ খুনের তদন্ত প্রক্রিয়ার সর্বশেষ রিপোর্ট চেয়েছে গৌহাটি হাইকোর্ট

হাফলং (অসম), ২০ জুন (হি.স.) : ঠিকাদার সন্তোষ হোজাই খুনের তদন্ত প্রক্রিয়া কতটুকু এগিয়েছে বা তদন্ত প্রক্রিয়ার সর্বশেষ অবস্থান কী তা গৌহাটি হাইকোর্টের গ্রীষ্মকালীন ছুটি শেষ হওয়ার পর শীঘ্র জানাতে সিআইডিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সন্তোষ হোজাই খুন মামলার শুনানি গ্রহণ করে বিচারপতি মনজিৎ ভুইয়াঁ ও পার্থিবজ্যোতি শইকিয়ার ডিভিশনাল বেঞ্চ রাজ্য সিআইডিকে এই নির্দেশ দিয়েছে।

সন্তোষ হোজাইকে অপহরণ ও পরবর্তীতে তাঁকে খুনের ঘটনায় নিহতের স্ত্রী জয়ন্তা হোজাই গৌহাটি হাইকোর্টে এক রিট পিটিশন দাখিল করেছিলেন। এই রিট পিটিশনের শুনানি গ্রহণ করে গৌহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অজয় লাম্বা ও সৌমিত্র শইকিয়ার ডিভিশন বেঞ্চ সন্তোষ হোজাই অপহরণ ও খুনজনিত ঘটনা সম্পর্কে এসআইটিকে দিয়ে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছিল রাজ্যের পুলিশপ্রধানকে।

ওই নির্দেশ পাওয়ার পর দক্ষিণ অসম রেঞ্জের ডিআইজি দিলীপ কুমার দে-র নেতৃত্বে এসআইটি গঠন করে দেন রাজ্যের পুলিশপ্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্ত। গত ১২ জুন ডিআইজি এই খুনের ঘটনা নিয়ে তদন্ত করে গৌহাটি হাইকোর্টে একটি হলফনামা দাখিল করেন। তার পরই ১২ জুন এই মামলার পরবর্তী শুনানি গ্রহণ করে সন্তোষ হোজাই খুনের ঘটনার তদন্ত সিআইডিকে দিয়ে করানোর জন্য রাজ্যের পুলিশপ্রধানকে নির্দেন দেয় গৌহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অজয় লাম্বা ও সৌমিত্র শইকিয়ার ডিভিশন বেঞ্চ। এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ১৮ জুন ছিল।

এদিন অর্থাৎ ১৮ জুন বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানি গ্রহণ করে দুই বিচারপতি মনজিৎ ভুইয়াঁ ও পার্থিবজ্যোতি শইকিয়া গৌহাটি হাইকোর্টের গ্রীষ্মকালীন ছুটি শেষ হওয়ার পরই শীঘ্র এই খুনের তদন্ত কতুটুকু এগিয়েছে এবং তদন্ত প্রক্রিয়া কী অবস্থায় রয়েছে সে সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিল করার জন্য সিআইডিকে নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, সন্তোষ হোজাইকে অপহরণ ও খুনের জন্য ডি হাসাওয়ের তদানীন্তন ডিএসপি সদর সূর্যকান্ত মরানকে সরাসরি অভিযুক্ত করে নিহতের স্ত্রী জয়ন্তা হোজাই গৌহাটি হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করেছিলেন। এরই মামলা চলছে গৌহাটি হাইকোর্টে।

রাজ্যসভায় সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে গেল বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট

নয়াদিল্লি, ২০ জুন (হি. স.): একাধিক রাজ্যে রাজ্যসভার আসনের জন্য নির্বাচনের পর সংসদের এই উচ্চকক্ষে সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে গেল বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ। এই মুহূর্তে রাজ্যসভায় বিজেপির একার রয়েছে ৮৬ আসন। উল্টো দিকে কংগ্রেসের হাতে রয়েছে মাত্র ৪১ টি আসন।

২৪৫ আসন বিশিষ্ট সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের হাতে রয়েছে একশোর বেশি আসন। বিজেপির সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রয়েছে কিন্তু এনডিএ-তে নেই এমন দলগুলি হল বিজু জনতা দল, ওয়াইএসআর কংগ্রেস, এআইএডিএমকে।এই তিনটি দলের হাতে আসন রয়েছে যথাক্রমে ৯, ৯, ৬। ফলে রাজ্যসভায় বিল পাশ করাতে গেলে এখন আর খুব একটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না বিজেপিকে।

সম্প্রতি দেশের ৮ টি রাজ্যে থাকা ১৯টি রাজ্যসভার আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট ৮ আসনে জয়লাভ করে ১০০ আসনের মাইলফলক পেরিয়ে গিয়েছে। এখন এনডিএ- র হাতে রয়েছে ১০১ টি। যদিও রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে প্রয়োজন আরও ২২ টি আসনের। অন্যদিকে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জোটের হাতে রয়েছে ৬৫ টি আসন।

দেশহিতের জন্য সংকীর্ণ রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠুন রাহুলকে বার্তা অমিতের

নয়াদিল্লি, ২০ জুন (হি. স.): গালওয়ান নিয়ে ভারত ও চিনের মধ্যে সামরিক উত্তেজনা যত বাড়ছে।ততই রাজনৈতিক তরজা বৃদ্ধি পাচ্ছে বিজেপি এবং কংগ্রেসের মধ্যে।কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী দাবি করেছিলেন যে চিনের কাছে ইতিমধ্যেই জমি হারিয়েছে ভারত। এর পাল্টা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ওয়ানাডের সাংসদকে উদ্দেশ্য করে দেশহিতের জন্য সংকীর্ণ রাজনীতির ঊর্ধ্বে ওঠার বার্তা দেয়।

গালওয়ানে চিনা হামলায় গুরুতর জখম এক জওয়ানের পিতার ভিডিও বার্তা টুইট করে অমিত শাহ লেখেন, যখন গোটা রাষ্ট্র ঐক্যবদ্ধ।তখন ক্ষুদ্র রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে রাহুল গান্ধীকে। ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে যে আহত জওয়ানের পিতা রাহুল গান্ধীকে উদ্দেশ্য করে বলছেন যে চিনকে হারানোর ক্ষমতা রাখে ভারত।আর এই বিষয়ে রাহুল গান্ধীর উচিত অযথা রাজনীতি না করা।ওই বৃদ্ধ আরও জানান যে তার পুত্র সুস্থ হয়ে ওঠার পর ফের চিনের বিরুদ্ধে লড়াই করবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ১৫ জুন, সোমবার রাতে গালওয়ানে চিনা সেনার আগ্রাসনে শহিদ হন ২০ জন ভারতীয় জওয়ান। এর পরেই দেশজুড়ে চিনা পণ্য বয়কট করার ডাক দেওয়া হয়।

পাকিস্তান লাগোয়া সীমান্ত থেকে ৩৫ কোটি টাকার হেরোইন বাজেয়াপ্ত

নয়াদিল্লি, ২০ জুন (হি. স.): পাকিস্তান লাগোয়া সীমান্ত থেকে ৩৫ কোটি টাকার হেরোইন বাজেয়াপ্ত করল ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।প্রাথমিক তদন্তের পর মনে করা হচ্ছে এই হিরোইনগুলি পাকিস্তান থেকে পাচার হয়ে ভারতে এসেছে।এর পেছনে কোনও বড় চক্র কাজ করছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ফিরোজপুর এলাকা থেকে এই বিপুলসংখ্যক হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

শুক্রবার গভীর রাতে ফিরোজপুরের বারেকে এলাকায় টহল দিচ্ছিল বিএসএফের ১৩৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা।সেই সময় পাকিস্তানী এলাকা থেকে প্যাকেট বন্দি একটি জিনিস ভারতের দিকে ছুঁড়ে ফেলা হয়।তৎক্ষণাৎ সক্রিয় হয়ে ওঠে বিএসএফ। প্রথমে মনে করা হয় এটি কোন বিস্ফোরক জাতীয় কিছু। সন্তর্পনে প্যাকেটটি খুলে দেখা যায় যে তার মধ্যে বিপুল পরিমাণে হেরোইন রয়েছে।বাজারে যার মূল্য ৩৫ কোটি টাকা।প্রায় সাত কিলোগ্রাম হেরোইন ওই প্যাকেটটিতে ছিল।পঞ্জাব পুলিশের সাহায্যে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। এর পেছনে কোনও আন্তর্জাতিক পাচারকারী চক্র যুক্ত রয়েছে কিনা তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

করিমগঞ্জের ভারত-বাংলা সীমান্তে চার লক্ষ টাকার নেশার ট্যাবলেট উদ্ধার বিএসএফ-এর, পাচারকারী অধরা

করিমগঞ্জ (অসম), ২০ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জের আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে পাচারের সময় বিএসএফ চার লক্ষ টাকার নেশাজাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছে। তবে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পাচারকারীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বলে জানা গেছে বিএসএফ সূত্রে।

সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর ০৭ ব্যাটালিয়নের গোয়েন্দা সূত্রে প্রাপ্ত গোপন তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে করিমগঞ্জ জেলার লাতুকান্দি সীমান্ত থেকে ৮০০টি নেশাজাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে বিএসএফ। উদ্ধারকৃত নেশার ট্যাবেলটগুলির বজার মূল্য প্রায় চার লক্ষ টাকা বলে বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে।

শুক্রবার রাত আনুমানিক আড়াইটে নাগাদ পাচারকারীরা ইয়াবা ট্যাবলেটগুলো বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে লাতুকান্দি সীমান্ত এলাকায় নিয়ে যায়। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ০৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের গোয়েন্দা কর্মীরাও গোপন খবরের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট স্থানে ওত পেতে বসে থাকেন। এ দেশের পাচারকারীরা রাতের অন্ধকারে যখন কাঁটাতারের বেড়ার ওপর দিয়ে ইয়াবা ট্যাবলেটগুলো পাচারের চেষ্টা করছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে বিএসএফের গোয়েন্দা বিভাগের কর্মীরা অপারেশন চালান। কিন্তু বিএসএফের উপস্থিতিতি বুঝতে পেরে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ট্যাবলেটগুলো ফেলে দিয়ে পাচারকারীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

উদ্ধারকৃত বিশাল পরিমাণের ইয়াবা ট্যাবলেটগুলো আজ শনিবার বিএসএফের গোয়েন্দা বিভাগ করিমগঞ্জ সদর থানায় সমঝে দিয়েছে বলে জানা গেছে।

সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন করোনা আক্রান্ত কোচবিহারের পাঁচজন স্বাস্থ্যকর্মী

কোচবিহার, ২০ জুন (হি. স.) : কোচবিহারের সিতাই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পাঁচজন স্বাস্থ্যকর্মী সুস্থ হয়ে উঠলেন। তাদের করোনা পজিটিভ ধরা পড়ায় কোচবিহারের কোভিড হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছিল। পাশাপাশি বেশ কয়েকদিন আগে কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে এক শিশুকে শিলিগুড়িতে রেফার করা হয়েছিল। পরবর্তীতে তার করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে। করোনার সংক্রামিত হয় তার মাও। এদিন সেই দু'জনও সুস্থ হয়ে উঠেছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। এই বিষয়ে জেলাশাসক পবন কাদিয়ান বলেন, 'এই সাতজনের দ্বিতীয়বার লালার নমুনা পরীক্ষা করা হলে তাঁদের রিপোর্ট নেগেটিভ আসে।'

বর্তমানে কোচবিহার জেলায় মোট সংক্রামিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮২। সেখানে করোনা অ্যাক্টিভ কেসের সংখ্যা ৪৪ জন। তবে শনিবার দুপুর পর্যন্ত নতুন করে কোনও করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসেনি। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত কোচবিহার জেলায় মোট সংক্রামিতের মধ্যে ২৩৭ জনই সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

করোনার মারণ দৌরাত্ম্য অব্যাহত দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ২০ জুন (হি. স.): নেওয়া হয়েছে একাধিক পদক্ষেপ। শীর্ষ পর্যায়ে বহুবার বৈঠক করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কিন্তু দিল্লির করোনা পরিস্থিতি প্রতিদিনই ভয়াবহ আকার ধারণ করে চলেছে। প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় মারণ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে ৩১৩৭ জন।মৃত্যু হয়েছে ৬৬ জনের। ফলে দিল্লিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০৩৫। সব মিলিয়ে আক্রান্ত ৫৩১১৬।

বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে ১৮২৮। রাজধানীজুড়ে সক্রিয় আক্রান্ত ২৭৫১২। সব মিলিয়ে সুস্থ হয়েছে ২৩৫৬৯। দিল্লিতে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা বা কনটেইনমেন্ট জনসংখ্যা ২৪৩।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বিগত এক সপ্তাহ ধরে দিল্লির করোনা পরিস্থিতি নিয়ে দফায় দফায় বৈঠকে বসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।উপ-রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী, প্রশাসনের বিভিন্ন আমলার সঙ্গে কথা বলে দিল্লির করোনা পরিস্থিতি কিভাবে মোকাবিলা করা যায় তার রূপরেখা ঠিক করে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পরিস্থিতি কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না।

উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের অপব্যাখ্যা হচ্ছে : পিএমও

নয়াদিল্লি, ২০ জুন (হি. স.): উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে শুক্রবার চিনা আগ্রাসন মোকাবিলায় ডাকা সর্বদল বৈঠকে করা প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর মন্তব্যের অপব্যাখ্যা হচ্ছে বলে শনিবার জানাল প্রধানমন্ত্রী দফতর। এদিন বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন প্রকৃত সীমান্তের এপারে কোনও চিনা সৈন্য নেই, সেটা ভারতীয় সৈন্যদের বীরত্বের কারণেই সম্ভব হয়েছে। ১৬ বিহার রেজিমেন্টের সেনাদের আত্মত্যাগের ফলেই ওদিন চিনের সৈন্যরা প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ঢুকতে পারেনি ও কোনও পোস্ট ওখানে তৈরী করতে পারেনি, বলে জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দফতর।

ঘুরিয়ে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে দেশবাসী ভালোই জানে কীভাবে গত ৬০ বছরে ৪৩ হাজার বর্গ কিমি জমি ভারতের হাত থেকে চলে গিয়েছে। কোনটা ভারতীয় ভূমি সেটা মানচিত্র থেকেই স্পষ্ট ও কোনও রকম ভাবে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার একতরফ কোনও পরিবর্তন ভারত মেনে নেবে না, বলেও জানিয়ে দিয়েছে ভারত।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যখন শহিদরা মারা গিয়েছে তখনও বিতর্ক তৈরী করে সেনাবাহিনীর মনোবল দুর্বল করা হচ্ছে। তবে কোনও রকমের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারে দেশবাসীর একতা ভাঙা যাবে না, বলে জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দফতর।

উল্লেখ্য, শুক্রবার চিনা আগ্রাসন মোকাবিলায় ডাকা সর্বদল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'চিন আমাদের আমাদের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে নি এবং আমাদের কোনও পোস্টও দখল করে নি। লাদাখে আমাদের ২০ জন জওয়ান শহিদ হয়েছেন। কিন্তু যাঁরা ভারতমাতার দিকে চোখ তুলে দেখেছেন, তাঁদের সবক শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।'

অরুণাচল প্রদেশ ও মিজোরামে করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে যথাক্রমে ১৩৫ এবং ১৪০

গুয়াহাটি, ২০ জুন (হি.স.) : অসমের পাশাপাশি প্রতিবেশী অরুণাচল প্রদেশ এবং মিজোরামেও বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। অরুণাচল প্রদেশে আজ শনিবার নতুন আরও ১৩ জনের কোভিড-১৯ পজিটিভ এসেছে। এ নিয়ে রাজ্যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩৫-এর। এই খবর দিয়েছেন স্টেট সার্ভেইল্যান্স অফিসার ডা. এন জামপা

ডা. লামপা জানান, মোট আক্রান্তদের মধ্যে ইটানগর ক্যাপিটাল কম্পলেক্সের ১৮, চাংলাং জেলার ৬৪, পূর্ব সিয়াং জেলার ৯, লোহিত জেলার ৩, লংডিং জেলার ১, লোয়ার দিবাংভ্যালির ৩, নামসাইয়ের ২, তাওয়াঙের ১, তিরাপের ২, পশ্চিম কামেঙের ১২, পশ্চিম সিয়াঙের ১, লোয়ার সিয়াঙের ১ জন। অরুণাচল প্রদেশে মোট ১৩৫ জন করোনা সংক্রমিতের মধ্যে ১৪ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেছেন। বর্তমানে ১২১ জন আক্রান্তের চিকিৎসা চলছে।

এদিকে মিজোরামে আজ আরও ১০ জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। জানিয়েছে রাজ্যের তথ্য ও জনসংযোগ দফতর। নতুন ১০ জনকে নিয়ে মিজোরামে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ১৪০ জন। এর মধ্যে ৯ জন সুস্থ হওয়ার পাশাপাশি সক্রিয় ১৩১ জন রোগী চিকিৎসাধীন।

প্রসঙ্গত, গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা অসমে সর্বাধিক। এই খবর লেখা পর্যন্ত অসমে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৫০০৬, সুস্থ ২০৬৬ এবং ১৯২৮ জন সক্রিয়। এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে নয়জনের। আক্রান্তের তালিকায় দ্বিতীয় ত্রিপুরায় এই খবর লেখা পর্যন্ত ১,১৮৬টি করোনা মামলার মধ্যে ৬৩৯ জনকে সুস্থ বলে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। সক্রিয় রোগী ৫৪৩ জন। এর মধ্যে তিনজন বহিঃরাজ্যে চিকিৎসাধীন।তৃতীয় স্থানাধিকারী মণিপুরে ৬৮১ জনের মধ্যে ২১৮ জন সুস্থ হয়েছেন। সক্রিয় রোগী ৪৬৩ জন। মেঘালয়ে ৪৪ জন আক্রান্ত হয়েছেন, এই তালিকা দীর্ঘায়িত হয়নি। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন ৩৩ জন। একজনের মৃত্যুর পাশাপাশি সক্রিয় রোগীপ সংখ্যা ১০। সিকিমে এখন পর্যন্ত ৭০ জনকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন সুস্থ হওয়ার পাশাপাশি ৬৫ জনের চিকিৎসা চলছে। অন্যদিকে নাগাল্যান্ডে করোনা ভাইরাস পজিটিভ মামলা বেড়ে হয়েছে ১৯৮। এর মধ্যে ১২৫ জন সুস্থ হয়েছেন এবং সক্রিয় রোগী ৭৩ জন। তাদের কোহিমা এবং ডিমাপুরের কোভিড হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

সেনাবাহিনীর মনোবল ভাঙতে তৎপর কংগ্রেস, বিস্ফোরক দাবি জগত প্রকাশের

নয়াদিল্লি, ২০ জুন (হি. স.): সীমিত জ্ঞান নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মনোবল নষ্ট করার চেষ্টা করছে কংগ্রেস বলে দাবি করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাশ জগতপ্রকাশ না ড্ডা।শনিবার মরুরাজ্য রাজস্থানে ভার্চুয়াল জনসংবাদ কর্মসূচি ছিল বিজেপি। সেই উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জগতপ্রকাশ নাড্ডা জানিয়েছেন, গালওয়ান উপত্যকায় যখন আমাদের বীর সেনারা পাহারা দিয়ে চলেছে। তখন তাদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য ক্রমাগত টুইট করে চলেছে কংগ্রেস। শতাব্দীপ্রাচীন দলটি জিজ্ঞাসা করছে কেন সেখানে সেনাবাহিনী নিরস্ত্র অবস্থায় গিয়েছিল। এর থেকেই প্রমাণিত কংগ্রেসের সীমিত জ্ঞান।কংগ্রেস কি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পর্কে অবহিত নয়।এমন ভাষায় সেনাদের নিন্দা করা হচ্ছে সেই ভাষার প্রয়োগ নির্দিষ্ট একটি পরিবারের।ভারতের মূল্যবোধের সাথে সেই পরিবারের কোনও সম্পর্ক নেই।

শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী সর্বদলীয় বৈঠক করে স্পষ্ট জানিয়ে দেন ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করেনি চিন।গোটা দেশবাসী এক ন্ট্রে প্রধানমন্ত্রীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস ক্রমাগত জিজ্ঞেস করে চলেছে, কোথায় কখন, কিভাবে।ভারতীয় সামরিক বাহিনী আকাশপথ, জলপথ এবং স্থলপথে দেশকে সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম।

রাজস্থানের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে জগত প্রকাশ নাড্ডা বলেন, রাজ্যে ২৫ লাখ পিপি ই কিট এবং মাস্ক হারিয়ে গিয়েছে রাজস্থানে।রাজ্যের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে চরম দুর্নীতি চলছে। বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করছে কংগ্রেস।আর এদিকে বিজেপির জনগনের সেবায় কাজ করে চলেছে।রাজস্থানে কংগ্রেস সরকার সর্বত্র রাজনীতি করে চলেছে।

গ্রামীণ ভারতের উন্নয়নের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কেন্দ্র, দাবি অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ২০ জুন (হি. স.):গ্রামীণ ভারতের উন্নয়নের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ কেন্দ্রীয় সরকার। সে ক্ষেত্রে গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।পাশাপাশি ভারতকে আত্মনির্ভর করে তুলতেও এর ভূমিকা অপরিসীম বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার হিন্দিতে লেখা নিজের টুইট বার্তায় অমিত শাহ জানিয়েছেন, আমাদের গ্রামগুলির উন্নয়ন, পরিযায়ী শ্রমিক এবং গরিবদের আত্মনির্ভর করে তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কেন্দ্র। ভারতকে আত্মনির্ভরে পরিণত করতে প্রধানমন্ত্রীর গরিব কল্যাণ রোজগার যোজনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। নিজের স্থানীয় এলাকায় যাতে সাধারণ মানুষ কর্মসংস্থান খুঁজে পায়, তা নিশ্চিত করা হবে।আগে কাজ খুঁজতে সাধারণ মানুষকে শহরে আসতে হত গ্রাম ছেড়ে। কিন্তু গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযানের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতা অনুযায়ী বাড়ির পাশে কর্মসংস্থান হবে।গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য তাদের দক্ষতাকে ব্যবহার করা হবে।তার ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হয়ে উঠবে।পাঁচটি রাজ্যের ১১৬ টি জেলা এই অভিযানের আওতায় আসবে।এই অভিযানের মাধ্যমে দেশের সার্বিক বিকাশ হবে।২৫ ধরণের কাজের সুযোগ এতে আছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, এর আগে এ দিন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। ১২৫ দিন ধরে চলবে এই অভিযান। মূলত পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা ভেবে এই প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।এতে উপকৃত হবে বিহার, উত্তর প্রদেশ, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং ঝাড়খন্ড।

সেনাবাহিনীর মনোবল ভাঙতে তৎপর কংগ্রেস, বিস্ফোরক দাবি জগত প্রকাশের

নয়াদিল্লি, ২০ জুন (হি. স.): সীমিত জ্ঞান নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মনোবল নষ্ট করার চেষ্টা করছে কংগ্রেস বলে দাবি করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাশ জগতপ্রকাশ না ড্ডা।শনিবার মরুরাজ্য রাজস্থানে ভার্চুয়াল জনসংবাদ কর্মসূচি ছিল বিজেপি। সেই উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জগতপ্রকাশ নাড্ডা জানিয়েছেন, গালওয়ান উপত্যকায় যখন আমাদের বীর সেনারা পাহারা দিয়ে চলেছে। তখন তাদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য ক্রমাগত টুইট করে চলেছে কংগ্রেস। শতাব্দীপ্রাচীন দলটি জিজ্ঞাসা করছে কেন সেখানে সেনাবাহিনী নিরস্ত্র অবস্থায় গিয়েছিল। এর থেকেই প্রমাণিত কংগ্রেসের সীমিত জ্ঞান।কংগ্রেস কি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পর্কে অবহিত নয়।এমন ভাষায় সেনাদের নিন্দা করা হচ্ছে সেই ভাষার প্রয়োগ নির্দিষ্ট একটি পরিবারের।ভারতের মূল্যবোধের সাথে সেই পরিবারের কোনও সম্পর্ক নেই।

শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী সর্বদলীয় বৈঠক করে স্পষ্ট জানিয়ে দেন ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করেনি চিন।গোটা দেশবাসী এক ন্ট্রে প্রধানমন্ত্রীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস ক্রমাগত জিজ্ঞেস করে চলেছে, কোথায় কখন, কিভাবে।ভারতীয় সামরিক বাহিনী আকাশপথ, জলপথ এবং স্থলপথে দেশকে সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম। রাজস্থানের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে জগত প্রকাশ নাড্ডা বলেন, রাজ্যে ২৫ লাখ পিপি ই কিট এবং মাস্ক হারিয়ে গিয়েছে রাজস্থানে।রাজ্যের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে চরম দুর্নীতি চলছে। বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করছে কংগ্রেস।আর এদিকে বিজেপির জনগনের সেবায় কাজ করে চলেছে।রাজস্থানে কংগ্রেস সরকার সর্বত্র রাজনীতি করে চলেছে।

দক্ষিণ শালমারায় ব্রহ্মপুত্রে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু মহিলার

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ২০ জুন (হি.স.) : ব্রহ্মপুত্রে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক মহিলার। শনিবার নিম্ন অসমের ধুবড়ি জেলার দক্ষিণ শালমারার আইরকাটা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে।

অন্যান্য দিনের মতো এদিনও সকাল প্রায় সাতটা নাগাদ আইরকাটা গ্রামের বাসিন্দা বছর ৪৫-এর রহিমা খাতুন বাড়ির পাশেই ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করতে যান। কিন্তু ভরা বর্ষার মরশুমে ফুলে-ফেঁপে ওঠা ব্রহ্মপুত্রের বাড়তি জলের স্রোতে নিজেকে সামলাতে

ছয়ের পাতায়

আমতলিতে শনিবার এক বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ছবি- নিজস্ব।

স্বামীর কঠোরতম শাস্তি চান রিজেন্ট পার্ক কলেজ ছাত্রী খুনের অভিযুক্তের আসন্ন প্রসবা স্ত্রী

কলকাতা, ২০জুন (হি. স.): স্বামীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের কথা জানতেন রিজেন্ট পার্ক ছাত্রী খুন কাণ্ডে ধৃত জয়ন্ত হালদারের স্ত্রী। ভেবেছিলেন তাদের আসন্ন সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই হয়তো এই সবকিছু থেকে বেরিয়ে আসবেন তার স্বামী। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও টের পাননি খুনের ছক কষে ছিলেন তার স্বামী। স্বামীকে ভালবাসলেও কঠিনতম শাস্তি চায় এখন ধৃতের আসন্ন প্রসবা স্ত্রী।

কিছুদিন ধরেই অন্য একটি মেয়ে প্রিয়াঙ্কা পুরকাইতের সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন রিজেন্ট পার্ক এলাকার পেশায় গাড়ি চালক জয়ন্ত হালদার। কিন্তু জয়ন্ত বিবাহিত এবং তার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা জানার পর সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চান প্রিয়াঙ্কা। কিন্তু সে বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি জয়ন্ত। এর পরেই শনিবার সকালে রিজেন্ট পার্কের আনন্দ পল্লী এলাকায় প্রিয়াংকার বাড়িতে ঢুকে তাকে গুলি করে খুন করে প্রেমিক জয়ন্ত হালদার। এই পুরো খুনের ঘটনাটি জয়ন্তর স্ত্রী জানতে পারেন প্রতিবেশীদের মুখ থেকে। এর পরেই নিজেকে শক্ত করে জানান, 'কঠিন থেকে কঠিনতম শাস্তি হোক ওর'। পরশু অর্থাৎ আগামী সোমবার ডেলিভারির ডেট ধৃতের স্ত্রীর। এই অবস্থায় মানসিক চাপ পড়লেও মনকে শক্ত করে নিয়েছেন তিনি।

নিজেদের সম্পর্কের কথা জানাতে গিয়ে বলেছেন, বেশ কয়েক বছর আগে জয়ন্তর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। এর কিছুদিন পরেই প্রিয়াংকার সাথে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে তার স্বামী। এরপর ধীরে ধীরে সম্পর্ক গড়ে উঠলে প্রিয়াঙ্কাকে জয়ন্ত বুঝিয়েছিল সে তার বৈবাহিক জীবনে সুখী নয় তাই নতুন করে সম্পর্ক তৈরি করতে চায়। এমনটাই জানিয়েছে প্রিয়াঙ্কার পরিবার। এদিকে স্বামীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের কথা জেনেও স্বামীর মন পাওয়ার জন্য দিনরাত আকুল প্রতীক্ষা করেছেন তার স্ত্রী। এর মধ্যেই সন্তান সম্ভবা হয়ে পড়ায় ভেবেছিলেন হয়তো সন্তানের মুখ দেখে সৎ পথে ফিরবে তার স্বামী।

এই অবস্থায় প্রেমিকের স্ত্রীর সন্তানসম্ভবা হওয়ার খবর পেয়ে সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চায় প্রিয়াঙ্কা। কিন্তু বেরিয়ে আসতে চাইলেই যে প্রেমিক বেরিয়ে আসতে দেবে না তার প্রমাণ এদিনের খুনের ঘটনা। প্রিয়াঙ্কা সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলে জয়ন্ত তাকে জোর করতে শুরু করে সেখানেই শুরু হয় সমস্যা। শুক্রবার রাতেও স্ত্রীর সাথে স্বাভাবিকভাবে কথা বলেছেন জয়নথা হয়েছে তাদের আগামী প্রজন্মকে নিয়েও। কিন্তু তখন একবারের জন্যও তার স্ত্রী বুঝতে পারেননি পরেরদিন সকালেই এরকম একটা অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটানোর পরিকল্পনা করেছেন তার স্বামী। তবে এখন চোয়াল শক্ত করে দাঁতে দাঁত চেপে সুস্থ সন্তান জন্মের পাশাপাশি নিজের স্বামীর কঠোরতম শাস্তি চান তিনি।

দলীয় মুখপত্রের দফতরে অভিযানে ক্ষুব্ধ সিপিএম

কলকাতা, ২০ জুন (হি. স.) : 'গণশক্তি'-র জাতীয়তাবিরোধী সংবাদ পরিবেশনের প্রতিবাদে শনিবার বিজেপি-র মহিলা মোর্চার সমর্থকরা ওই দৈনিকের দফতরের কাছে বিক্ষোভ দেখান। সিপিএম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র রীতিমত বিবৃতি দিয়ে এর প্রতিবাদ করেছেন।

সূর্যবাবু এদিন বলেন, "গণশক্তি পত্রিকার একটি সংবাদকে বিকৃত করে গত দুদিন ধরে সামাজিক মাধ্যমে অপপ্রচার চালাচ্ছে বিজেপি এবং আরএসএস-এর আইটি সেল। লাদাখে ভারত চীন সংঘাতের ঘটনার সংবাদের একটি ছোট অংশকে তুলে ধরে বিকৃত প্রচারের ভিত্তিতে বিজেপি'র মহিলা মোর্চা শনিবার গণশক্তি পত্রিকা দপ্তরের বিপরীতে জোড়া গির্জার সামনে বিক্ষোভের নামে রাস্তায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ এই বিশৃঙ্খলা চলার পরে পুলিশ অবশ্য বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তার করেছে। একটি ফেক নিউ নিউজ বানিয়ে সংবাদপত্র দফতরের সামনে বিজেপি-র এই ঘৃণ্য কৌশলের তীব্র নিন্দা করছি। এটাই এদের ফ্যাসিস্টিক কায়দা। দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষায় সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা রয়েছে, গণশক্তি সবসময়েই সেই ভূমিকা পালন করে চলেছে।'

জরুরী পরিষেবা

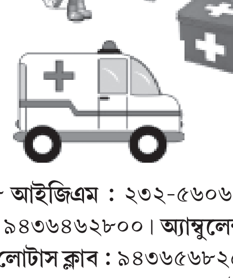

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ফের ধসে অন্ডালে তলিয়ে গেল পরিত্যাক্ত আবাসন, নিখোঁজ মহিলা

দুর্গাপুর, ২০ জুন(হি.স.) : ফের ধস। বর্ষার শুরুতেই ধসে তলিয়ে গেলে ইসিএলের পরিত্যাক্ত আবাসন। ধসে নিখোঁজ এক মহিলা। দ্রুত উদ্ধার কাজ ও পুনরবাসনের দাবীতে সরব তৃণমূল কংগ্রেস। ক্ষতিপূরনের দাবীতে বিক্ষোভ শুরু করে। শনিবার ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল পশ্চিম বর্ধমানের অণ্ডালের কাজোড়া জামবাদ কোলিয়ারি এলাকায়। খবর পেয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার কাজ শুরু করল ইসিএল।

ঘটনায় জানা গিয়েছে, ইসিএল-এর কাজোড়া এরিয়ার জামবাদ খোলামুখ খনি এলাকায় প্রায় ২০০ টি ইসিএলের পরিত্যাক্ত আবাসন রয়েছে। সেখানে দীর্ঘদিন ধরে কয়েক"শ পরিবার জবর দখল করে বসবাস করেছে বলে অভিযোগ। কয়লা খনি সম্প্রসারণের জন্য ২০১৩ সালে ওই এলাকার আবাসন গুলি পরিত্যাক্ত ঘোষণা করে। সম্প্রসারণের সঙ্গে এলাকাটি বিপদজনক হতে থাকে। গত কয়েকদিন ওই এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাত ২ টা নাগাদ হঠাৎই বিকট শব্দ করে খোলামুখ খনির এক পাশে প্রায় ১০০ ফুট এলাকা জুড়ে ধস নামে। খনি সংলগ্ন ইসিএলের জায়গায় থাকা একটি বাড়ি ধসের কবলে পড়ে। প্রায় ৫০ ফুট মাটির নিচে তলিয়ে যায়।

প্রসূতি

● প্রথম পাতার পর

প্রসব যন্ত্রণা শুরু হয়। তখন সেখানেই একটি নার্সিং হোমে তাকে ভর্তি করি এবং পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তাঁর কথায়, ভারত থেকে বাংলাদেশে বেড়াতে গিয়ে ত্রিপুরায় ফেরার জন্য শুধু লকডাউনের কারণে বিভিন্ন জায়গায় ছুটাছুটি করতে হয়েছে। তাছাড়া, সেখানে কোনও অসুবিধা হয়নি আমাদের। সন্তানের জন্মের সময় হাসপাতালে যথেষ্ট ভালো পরিষেবা পেয়েছি।

তিনি বলেন, সদ্যজাত সন্তানের জন্মের প্রমাণপত্র সংগ্রহে কিছুটা দৌড়ঝাঁপ করতে হয়েছে। কারণ, ওই নথি ছাড়া তাকে নিয়ে ভারতে ফিরে আসা সম্ভব হচ্ছিল না। অবশেষে চট্টগ্রাম সহকারী হাইকমিশনের সহায়তায় সদ্যজাত সন্তানের জন্য ইমার্জেন্সি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি। ওই নথি দেখিয়ে ত্রিপুরায় ফিরে এসেছি। তাঁর কথায়, এখন স্ত্রী ও দুই পুত্র সন্তান নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাস কেন্দ্রে ভালোই আছি। শুধু বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় রয়েছি।

বরাদ্দ

● প্রথম পাতার পর

অভিযানের ধারণা পেয়েছি শ্রমিকদের কাছ থেকেই। শহরকে যাঁরা প্রগতি দিয়েছেন, তাঁরা এখন গ্রামে। গ্রামের উন্নতির জন্য ৫০ হাজার কোটি টাকা খরচ করা হবে। এই প্রকল্পে নিজের ঘরের কাছেই কাজ পাবেন শ্রমজীবী বন্ধুরা।

এদিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। তিনি বলেন, "লকডাউন চলাকালীন, বিহারে ফেরার পর রাজ্যের বিভিন্ন জেলার শ্রমিকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলেছি। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পেরেছে, অন্য রাজ্যে কাজের জন্য তাঁরা আর যেতে রাজি নন।"

কিশোরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি, ২০ জুন (হি. স.) : কিশোরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ির খালপাড়া ফাঁড়ির ঝংকারমোড় এলাকায়। মৃত কিশোরের নাম সুশান্ত বিশ্বকর্মা।

জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ১৫ তারিখ ওই কিশোরের জন্মদিন ছিল। অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের ভক্ত ছিল ওই কিশোর। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সুশান্তের মৃত্যুর পর থেকেই ভেঙে পড়েছিল সে। শুক্রবার রাতে ওই কিশোর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ফেলে। প্রথমে পরিবারের লোকেরা বিষয়টি না জানলেও পরে নজরে আসতেই ডাকাডাকি শুরু করেন। কিন্তু কিশোরের কোনও সাড়া না মেলায় ঘরের দরজা ভেঙে বাড়ির লোকজন ভেতরে ঢুকে তার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। শনিবার সকালে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

করোনায় মৃত এক পুর কর্মী

কলকাতা, ২০ জুন(হি. স.): এবার করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রাণ গেল এক পুর কর্মীর। তিনি কলকাতা পুরসভার অর্থ ও হিসাব রক্ষণ বিভাগে কর্মরত ছিলেন। ফিরহাদ হাকিম জানান, এই ঘটনা দুঃখজনক। মৃতের কর্মীর পরিবারের পাশে রয়েছেন তিনি।লকডাউনের পর এই কর্মী আর পুরসভায় আসেনি বলেও জানান বিদায়ী মেয়র।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার কলকাতা পুরসভার কেয়ারটেকার বিভাগের এক কর্মীর দেহে করোনা সংক্রমণ মিলেছে বলে খবর প্রকাশ্যে আসে।বুধবার ওই ব্যক্তি শেষ ডিউটি করেছিলেন। এরপরে ই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরে তাঁর কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এদিকে ওই ব্যক্তির আক্রান্ত হওয়ার খবর আসতেই বন্ধ করে দেওয়া হয় পুরসভা। শুক্রবার কলকাতা পুরসভার গোটা কেন্দ্রীয় ভবন জীবাণুমুক্তকরণ করা হয়। ওই কর্মীর সংস্পর্শে এসেছেন ইতিমধ্যেই তাদের চিহ্নিতকরন করা হয়েছে। তাদেরকে পুরসভার তরফ থেকে বর্তমানে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে চিকিৎসা চলাকালীন মারা গেলেন তিনি।

মৃত্যু মহিলার

পাচের পাতার পর

পারেননি রহিমা, তলিয়ে যান তিনি।

খবর যায় ফকিরগঞ্জ থানায়। খবর পেয়ে এসডিআরএফ নিয়ে ছুটে আসে পুলিশ। প্রায় আধা ঘণ্টা পর মৃতদেহ নদ থেকে উদ্ধার করে এসডিআরএফ-এর দল। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য ধুবড়ির সিভিল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, স্বামীহারা রহিমা খাতুন নামের মহিলাটি তাঁর কন্যা সন্তানকে নিয়ে বাবা হুসেন আলির বাড়িতে থাকতেন। দিন হাজিরা করে এবং মানুষের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে অর্থ উপার্জন করতেন রহিমা। পিতৃহারা ছিলই, এবং মাতৃহারা হয়েছে মেয়েটি। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া বিরাজ করছে।

বিধায়ক আঙুরলতার

তিনের পাতার পর

এ উপলক্ষ্যে কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার একটি গান গেয়ে তাঁকে স্মরণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান বিধায়ক ডেকা। পাশাপাশি গোটা বিশ্ব যাতে শীঘ্র অতিমারি কোভিড-১৯ সংক্রমণ থেকে মুক্ত হয় ভগবানের কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করেছেন তিনি। এদিন বটদ্রবা নির্বাচন ক্ষেত্রের ভালুকমারি থেকে হেকুদাংবড়ি পর্যন্ত ১০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে একটি রাস্তারও শিলান্যাস করেন বিধায়ক আঙুরলতা।

রেশন ডিলারের

তিনের পাতার পর

হয়েছে। বিমল পাল সুভাষনগর সমবায় সমিতির অধীনে মনসাঙ্গন গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর একটি ন্যায্য মূল্যের দোকানের ডিলার ছিলেন। এলাকার জনপ্রিয় প্রাণচঞ্চল বিমল পাল বিজেপি-র একনিষ্ঠ কার্যকর্তাও ছিলেন। শনিবার ভোরে নিজের বাড়িতেই গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছেন তিনি।

কালিগঞ্জ পুলিশ আজ দুপুরের দিকে ঘটনার খবর পেয়ে বিমল পলের বাড়ি যায়। সেখান খেরে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। ময়না তদন্তের পর বিমলের পার্থিব দেহ তার পরিবারের সদস্যদের হাতে সমঝে দেওয়া হয়েছে। বিমল পালের আত্মহত্যার কারণ এখনও জানা যায়নি। বিমলের এই অস্বাভাবিক মৃত্যুতে এলাকায় শ্মশানের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

আরোপ করেন।

জনজাতি সমাজের পক্ষ থেকে উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিটি বিষয়ের সমাধান এবং সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেন।

জনজাতি সহ সকল জাতিগোষ্ঠীর জন্য কালচারাল হাব গড়ে তোলার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী দেব বলেন, প্রায় ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে কালচারাল হাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। তাতে ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংস্কৃতি অত্যন্ত শক্তিশালী। রাজ্যগুলি ছোট হতে পারে কিন্তু প্রত্যেকটি রাজ্যের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। এদিন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ-সম্পর্কে অপপ্রচার বন্ধ করতে হবে। তাতে সমাজপতিদের নজর দিতে আহ্বান জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উন্নয়নের মূল মন্ত্রই হচ্ছে শান্তি। করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও রাজ্যে উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। এ-প্রসঙ্গে তিনি দাউদকান্দি থেকে সোনামুড়া পর্যন্ত জলপথ চালুর নিয়ে সোনামুড়ায় জেটি নির্মাণের বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, আগামী ৩ মাসের মধ্যে জেটি নির্মাণের কাজ শেষ হবে।

এদিকে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের মতো ত্রিপুরায়ও বিভিন্ন জনজাতিগোষ্ঠীর সমাজপতিদের ভাতা প্রদানের বিষয়টি আজকের বৈঠকে উত্থাপিত হয়েছিল। তাতে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রত্যেক জনজাতিগোষ্ঠীর প্রধান সমাজপতিদের ২০০০ টাকা করে ভাতা প্রদানের ঘোষণা করেছেন।

গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যের প্রত্যেক বাড়িতে বিনামূল্যে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে রাজ্য সরকার কাজ করছে। গত বছর প্রথম পর্যায়ে ৬৮ হাজার পরিবারে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এ বছর ৩ লক্ষ পরিবারে জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এডিসি-র অর্থানুকুল্যে রাজ্যে ১,৬০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। আগামী ২ বছরের মধ্যে ট্রান্সফরমার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং আধুনিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হবে। তিনি বলেন, কাস্টমারি ল, গড়িয়া পূজার ছুটি তিনদিন করা, ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে জমাতিয়াদের জন্য একদিন পূজার সুযোগ দেওয়া, ডুম্বুর লেকের মন্দিরঘাটের ওয়াল নির্মাণ, ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসন দেওয়া, তৈবান্দালে মুড়াসিং সমাজের মেলাকে রাজ্যস্তরে স্বীকৃতি দেওয়া, পাট্টাল্যান্ড প্রদান, সাঁওতাল জনজাতিদের সিধু কানহু ও বিরসা মুণ্ডার মূর্তি স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে জনজাতি সমাজের পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপিত হলে মুখ্যমন্ত্রী এ-বিষয়ে আইনানুসারে এবং মন্ত্রিসভার সাথে আলোচনা করে যা যা করা সম্ভব সে বিষয়ে আন্তরিক উদ্যোগ নেবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন।

আজকের বৈঠকের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মণ বলেন, সমাজকে বাদ দিয়ে কোনও জাতিরই উন্নতি সম্ভব নয়। তাই রাজ্য সরকার জনজাতিদের ভাষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা সহ সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরার ১২টি সম্ভাবনাময় ব্লকের অন্তর্গত জনজাতিদের উন্নয়নে গুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। এছাড়া রাজ্য সরকার জনজাতি সমাজের পরিকাঠামোর উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ যে সমাজে উন্নত পরিকাঠামো নেই সেই সমাজও কখনও উন্নতি করতে পারে না, দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি।

উপমুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বর্তমানে ত্রিপুরায় রেগায় ৭৫ শতাংশ কাজই হচ্ছে এডিসি এলাকায়। ফলে এডিসি এলাকায় স্থায়ী সম্পদও সৃষ্টি হচ্ছে বেশি পরিমাণে। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার এডিসি এলাকার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। কারণ বহুদিন যাবৎ এডিসি এলাকা উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত ছিল। ফলে এডিসি এলাকা দীর্ঘদিন ধরে পিছিয়ে পড়েছিল। তাই এডিসি এলাকার জনজাতিদের সুরক্ষা, উন্নয়ন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ করার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ত্রিপুরা সরকার কাজ করছে।

তিনি মনে করেন, এই কাজকে সফল ভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনজাতি সমাজের সমাজপতিদের এগিয়ে এসে সরকারকে সহযোগিতা করা একান্ত আবশ্যক। সেই উদ্দেশ্যেই আজ রাজ্যের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জনজাতি সমাজের সমাজপতিদের সাথে মুখ্যমন্ত্রীর মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে। জনজাতি এলাকার সামগ্রিক বিকাশে আগামী দিনে সমাজপতিরা আরও ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করবেন বলে এদিন তিনি আশ্বস্ত করেন।

আক্রান্ত

● প্রথম পাতার পর

৫৯১০ জন। আজ সচিবালয়ে প্রেস কনফারেন্স হলে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতির সর্বশেষ অবস্থা তুলে ধরে এতথ্য জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি জানান, রাজ্যে এখন পর্যন্ত নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ৫৫,২৬০ জনের। নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৫৩,৯০৬ জনের। এদের মধ্যে পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে ১, ১৯০ জনের। শিক্ষামন্ত্রী জানান, বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে আজ মোট ২৩ জন কে ছুটি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে লালসিংমুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ১৮ জন, শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাস কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ৪ জন এবং ১ জন জিবি হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে আজ ৪ জন ছুটি হওয়ার পর সেখানে আর ৩৭ জন করনো আক্রান্ত রগোীর চিকিৎসা চলছে। ভগৎ সিং যুব আবাসের কোভিড কেয়ার সেন্টারে ৩০০ জনের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও তিনি জানান, উদয়পুরের পি আর টি আইতে ৩৩ জন, জিবি হাসপাতালে ৬ জন, হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে কোভিড কেয়ার সেন্টারে ৬১ জন, সাগর মহল ৬০ জন, আমবাসা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশন হোস্টেল ৯ জন, বাধারঘাট স্পোর্টস স্কুল বয়েজ হোস্টেলে ১৫৯ জন, লালসিংমুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৩১ জন, কুমারঘাটের পি আর টি আই এ ১৪ জন, দেবদারু প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২৯ জন, বি এস এফ কোভিড কেয়ার হাসপাতালে ৫০ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, আজ চুড়াইবাড়ি দিয়ে মটে ৪৪৪ জন রাজ্যে এসেছেন। তাদের মধ্যে ১৪৮ জন লরী চালক, ২৫ জন রগোী এবং ২৭১ জন বহিরাজ্যে আটকে থাকা লকেজন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, ১৮ ও ১৯ জুন দু'দিনে বাংলাদেশ থেকে রাজ্যে এসেছেন ২৪৫ জন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, বহিরাজ্য থেকে প্রায় ৩৪,০০০ জন লকে রাজ্যে এসেছেন। রাজ্য থেকে বহিরাজ্যে পাঠানো হয়েছে প্রায় ২৯,০০০ জন। তিনি জানান, বহিরাজ্যে আটকে থাকাদের রাজ্যে নিয়ে আসা এবং রাজ্য থেকে যারা বহিরাজোর শ্রমিক ও অন্যান্যদের তাদের নিজ নিজ রাজ্যে পাঠানো বাবদ রাজ্য সরকারের এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ৯০ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে ১৯ জুন, ২০২০ পর্যন্ত জমা পড়েছে ১৯ কোটি ২ লক্ষ টাকা। খরচ হয়েছে ১৩ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, বহিরাজ্যে আটকে থাকা ৮, ২৫৭ জন কে ৪ কোটি ১৯ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬৩০ টাকা সহায়তা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে রাজ্যের লোক্যাল ও ডেমু ট্রেন চালানোর জন্য এন এফ রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার সরকারের পক্ষ থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

ঘোষিত

● প্রথম পাতার পর

জেলার সংশ্লিষ্ট দফতরের প্রতিনিধিগণও নির্দিষ্ট এলাকাগুলি সফর করে জনসাধারণের সাথে কথা বলে বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর নেন। এছাড়া এলাকার আশাকর্মী সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীগণও বাড়ি বাড়ি গিয়ে এলাকার মানুষের স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিচ্ছেন।

ফাঁসিতে আত্মহত্যা

আটের পাতার পর

এই দৃশ্য দেখে হাউমাউ করে চিৎকার শুরু করেন তার মা। জড়ো হতে থাকে এলাকাবাসী সকলেই। খবর দেওয়া হয় বিশালগড় মহিলা থানায়। পড়ে পুলিশ ছুটে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। জানাগেছে, বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত করছে।

চিনা দ্রব্য বর্জনের আহ্বানে আমবাসায় যুব মোর্চার র‍্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। ভারত-চীন সীমান্তে লাদাখে চিনা সেনাবাহিনীর আক্রমনে ২০জন ভারতীয় সেনা জওয়ান শহীদ হওয়ার ঘটনা ঘিরে দেশজুড়ে তীব্র প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন দেশপ্রেমিক জনগণ। বিজেপি যুব মোর্চা আমবাসা মণ্ডল কমিটির পক্ষ থেকে শনিবার আমবাসায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংঘটিত করা হয়। চীনা দ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশী পণ্য দ্রব্য গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়। প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিলটি আমবাসা বাজারের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিল শেষে আমবাসায় চীনের রাষ্ট্রপ্রধানের কুশপুতুল দাহ করা হয়। চীন সীমান্তে ভারতীয় শহীদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হয়ে বিজেপি যুব মোর্চার জেলা কমিটির কর্মকর্তারা দেশের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য প্রতিটি দেশপ্রেমিক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এই সংকটময় মুহূর্তে দেশের প্রতিটি জনগণকে চীনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ-বিক্ষোভ লড়াইয়ে শামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। যেকোনো মূল্যে চিনের বিরুদ্ধে অত্যন্ত লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে তাদের কোণঠাসা করতে হবে বলেও তারা মত ব্যক্ত করেন। চীনের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে দেশের জনগণের ঐক্য ও সংহতির বাপ্পাদিত্য তারা জনগণের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল এবংবীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে অসংখ্য মানুষের ভিড় পরিলক্ষিত হয়। তবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই যাবতীয় কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও চীনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করার খবর মিলেছে।

শিক্ষা

● প্রথম পাতার পর

একটু পড়' কর্মসূচিতে অভিভাবকদের স্মার্টফোন থেকে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হবে। স্মার্টফোন না থাকলে এস এম এস ব্যবহার করে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। প্রতিদিন সকালে ছাত্রছাত্রীদের কাছে কি পড়তে বা শিখতে হবে সে বিষয়ে নির্দেশ চলে যাবে। বিকালে ফিডব্যাক নেওয়া হবে। অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের এই সুযাগে। নেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। এছাড়াও শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, ২২ জুন, ২০২০ থেকে ১ মাস ব্যাপী আবারও অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের এই অনলাইন ক্লাস অনুসরণ করার জন্য শিক্ষামন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রী এদিন আরও জানিয়েছেন, ১০৩২৩ চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি পরিকল্পনা নিয়েছে তা আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে জানতে চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এফিডেভিটের মাধ্যমে রাজ্য সরকারকে জানাতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার এই সংক্রান্ত একটি স্পেশাল লিভ পিটিশন (সিভিল) সুপ্রিম কোর্টে শুনানির জন্য উঠে। বিচারপতি উদয় উমেশ ললিত এবং বিনিত শরণ এর বেঞ্চে পিটিশনটি শুনানীর জন্য তোলা হয়েছিল।

উপমুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

সৃষ্টি হয় পর্যটন ক্ষেত্রে। আলোচনায় উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, চীন এবং মায়ানমার এই আটটি দেশের সীমান্ত রয়েছে। তাই উত্তর-পূর্বাঞ্চল দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের যগোযগোের করিডর হয়ে উঠতে পারে। এই অঞ্চলের অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বৈচিত্রের মাঝে ঐক্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, দেশি বিদেশি পর্যটকদের কাছে নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে আসতে পারে। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, এজন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা এবং তার রূপায়ণ। ইতিমধ্যেই এই কাজ শুরু হয়েছে।

করল পুলিশ

আটের পাতার পর

ধ্বংস করলেও ঘটনার সাথে জড়িত কাউকেই আটক করতে পারেনি। তবে ওই পরিবার গুলির কেউ কেউর রেশন কার্ড, আধার কার্ড কিংবা ব্যাঙ্কের পাসবুক বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এই অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছেন বিশালগড় থানার সেকেন্ড অফিসার বিমল বৈদ্য এবং এসাই বিজয় দাস। এদিন তাও লক্ষ্য করা গেছে গাঁজা ব্যবসার পাশাপাশি কেউ কেউ অবৈধ কাঠের ব্যবসাও করছেন। উল্লেখ্য, সিপাহীজলা জেলাটি বাম আমল থেকেই গাঁজা চাষে প্রথম স্থান দখল করেছে। এখনো সেই ধারা অব্যাহত। আবার কিছু কিছু জায়গায় গাঁজার চললেও পুলিশ নিরব দর্শক হয়ে থাকেন। এমনও অভিযোগ রয়েছে।

সচেতনতা কর্মসূচি

আটের পাতার পর

সচেতনতা মূলক আলোচনা চক্রে অংশ নিয়ে বিধায়ক আশিস কুমার সাহা বলেন প্রশাসন নির্দেশিত নিয়ম-কানুন মেনে না চললে পরিণতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারে। তিনি বলেন জুন-জুলাই মাসে দেশের সর্বত্রই করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বিপদজ্জনক আকার ধারণ করতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সে কথা মাথায় রেখেই প্রত্যেক সচেতন নাগরিককে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। তিনি প্রত্যেককে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে এবং মাস্ক পরিধান করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। বিধায়ক আরো বলেন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং মাস্ক ব্যবহার করাই এখনো পর্যন্ত সংক্রমণ প্রতিরোধ করার একমাত্র উপায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। যেহেতু এখনও পর্যন্ত করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিহত করার জন্য কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয়নি এবং প্রতিষেধক বের হয়নি সেহেতু প্রত্যেককেই সচেতনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বিধায়ক আশিশ কুমার সাহা আক্ষেপ করে বলেন সরকার এবং প্রশাসন জনগণকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে এবং মাস্ক বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহার করতে সচেতন করে চলেছে। কিন্তু জনগণ এই সব নিয়মকানুন মানছেন না। তাতেই বিপদ ঘনিয়ে আসার আশঙ্কা বাড়ছে। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং জনপ্রতিনিধিদের সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিধায়ক শ্রী সাহা।

রূপায়িত করতে হবে

আটের পাতার পর

দরকার। এ বিষয়ে দপ্তরকে আরও সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন।

সভায় মৎস্য দফতরের অধিকর্তা দিলীপ কুমার চাকমা বিগত পর্যালোচনা সভায় গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে নেওয়া পদক্ষেপগুলি সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে মাছ উৎপাদন হয়েছে ৭৭ হাজার ৬৩০ মেট্রিকটন। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে বছরে জনপ্রতি মাছ আহার করেন ১৯.৫১ কেজি। তিনি জানান, ১১৮টি সয়েল এবং জলের পরীক্ষার কিট বিতরণ করা হয়েছে। ৮টি ফরমালিন সনাক্তকরণের কিট বিলি করা হয়েছে।

সভায় মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা জানান, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ৯৫.৩২ ৯৬ লক্ষ মাছের পনো, ১.৫ লক্ষ পাবদার পোনা এবং ৩, ১৪ লক্ষ চিংড়ির পোনা মৎস্য চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রকল্প ব্লু রিভোলিউশনের মাধ্যমে ২০১৯-২০-তে ৬৩৩টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। ৯১১টি ঘরের নির্মাণ কাজ শেষের পথে। কমলপুরের আভাঙ্গা এবং উদয়পুর টেপানিয়া হ্যাচারি স্থাপনের কাজ চলছে। ডুম্বুর জলাশয় ৬৪টি খাঁচা স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। তিনি জানান, ২০১৯-২০ ন্যাশন্যাল ফিসারিজ ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের কর্মসূচিতে ২০২৫ জনকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষের জন্য দক্ষ করে তুলতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া ৪টি মাছের খুঁচরো বাজারের মধ্যে তিনটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। সভায় সুখসাগর জলার উন্নয়ন, জৈব পদ্ধতিতে মাছ চাষের প্রসার এবং মৎস্য চাষে বায়োফ্লেক প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

অঙ্গন

বিশ্বকাপ বাছাইয়ের 'নতুন শুরুতে' পয়েন্ট চায় বাংলাদেশ

বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সঙ্গে নতুন চুক্তির পর ইংল্যান্ডে বসেই আগামী দিনের ছক কষতে শুরু করেছেন জেমি ডে। তার পরিকল্পনায় সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে, ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ ও ২০২৩ এশিয়ান কাপের বাছাইয়ের পরের চার ম্যাচ থেকে পয়েন্ট তুলে নেওয়ার বিষয়টি। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে গত মার্চ থেকে স্থগিত হয়ে আছে ফিফার প্রতিযোগিতাগুলো। পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হওয়ায় আগামী অক্টোবর থেকে মাঠে খেলা ফেরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফুটবলের বিশ্ব সংস্থাটি। ৮ অক্টোবর আফগানিস্তান ম্যাচ দিয়ে পুনরায় বাছাইয়ের প্রিলিমিনারি রাউন্ডের দ্বিতীয় রাউন্ড শুরু করবে বাংলাদেশ।বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ভিডিও কনফারেন্সে এসে বৃহস্পতিবার আগামী দিনের পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলেন ডে। বাছাইয়ের গত চার ম্যাচে বাংলাদেশের প্রাপ্তি ভারতের সঙ্গে ড্রয়ে পাওয়া ১ পয়েন্ট। বাকি তিন ম্যাচে হার।

পরের চার ম্যাচের তিনটি নিজেদের মাঠে খেলবে বাংলাদেশ; আফগানিস্তান, ভারত ও ওমানের বিপক্ষে। আরেকটি ২০২২ বিশ্বকাপের আয়োজক কাতারের বিপক্ষে। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে ইউরোপের ফুটবল ফিরেছে দর্শকহীন স্টেডিয়ামে। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচগুলোতেও দর্শক থাকবে না। 'হোম ম্যাচে' সমর্থকদের পাশে পাওয়ার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় হতাশ ডে।"সামনে আমাদের চারটি ম্যাচ আছে; এর মধ্যে তিনটি হোম ম্যাচ। এখান থেকে কিছু পয়েন্ট পেতে চাই। যদিও জানি, কাজটা সহজ নয়।""আফগানিস্তান ও ভারত দুটিই কঠিন প্রতিপক্ষ। কিন্তু তাদের বিপক্ষে পয়েন্ট পাব না, এই মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামা যাবে না। সর্বোচ্চ চেষ্টা করব যেন, ওদের বিপক্ষে পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারি। যে অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে দর্শকশূন্য মাঠে খেলা হবে; সেক্ষেত্রে হোম অ্যাডভান্টেজ পাওয়া হবে না।"খেলোয়াড়, কোচের কথায় ঘুরেফিরে আসে কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামে ড্র করা ম্যাচটি। ভারতের মাঠে শুরুতে এগিয়ে গিয়েও শেষ দিকে গোল খেয়ে জয় হাতছাড়া হয়েছিল দলের। ডে ওই ম্যাচের প্রসঙ্গ টানলেন আবারও।"ভারতের বিপক্ষে আমাদের ভালো সুযোগ ছিল। সামনের ম্যাচগুলোতে যদি ইতিবাচক ভাবনা নিয়ে মাঠে নামি, তাহলে কঠিন হলেও জয় পাওয়া সম্ভব। নেতিবাচক চিন্তা করে নামলে তা হবে প্রতিপক্ষের জন্য ভালো।"অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে ক্যাম্প শুরুর কথা জানিয়েছে বাফুফে। তবে ডে ইংল্যান্ডে বসেই জামাল-জীবনদের ফিটনেস নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। জানালেন বাছাইয়ের আগে প্রস্তুতির জন্য সপ্তাহ ছয়েক সময় দরকারের কথাও।"ছেলেরা ঘরে বসে ফিটনেস নিয়ে কাজ করছে। তাদের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রাখছি। নির্দেশনা দিচ্ছি। আসলে যে কোনো প্রাক মৌসুম হয় চার থেকে ছয় সপ্তাহের। কেননা, দীর্ঘায়িত হলে অনেক সময় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সেরা সুযোগ-সুবিধা পেলে ছয় সপ্তাহ যথেষ্ট।"বাংলাদেশের কোচ হিসেবে গত দুই বছর মূল্যায়ন করেছেন ডে। তুলনামূলকভাবে প্রাপ্তিই বেশি বলে মনে করছেন এই ইংলিশ কোচ।এশিয়ান গেমসে কাতারকে হারানো, বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠা, ভারতের সঙ্গে ড্রকে প্রাপ্তি মনে করা কোচের হতাশা গত এসএ গেমসের ফাইনালে উঠতে না পারা।

ভেরনারকে দলে ভেড়াল চেলসি

বেশ কিছুদিন ধরে চলা গুঞ্জন সত্যি হলো। জার্মান স্ট্রাইকার টিমো ভেরনারকে দলে টানতে তার বর্তমান ক্লাব লাইপজিগের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছেছে চেলসি।এক বিবৃতিতে বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইংলিশ ক্লাবটি। ভেরনারকে পেতে কত খরচ হচ্ছে, তা অবশ্য জানানো হয়নি। তবে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের খবর, তার রিলিজ ক্লজের পাঁচ কোটি ইউরো দিতে হচ্ছে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজের দলটিকে।

এখনই অবশ্য নতুন ঠিকানায় যোগ দিচ্ছেন না ভেরনার। বুন্ডেসলিগার চলতি মৌসুমের বাকি সময় লাইপজিগে খেলে জুলাইয়ে চেলসিতে যোগ দেবেন ২৪ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকার।নতুন ক্লাবে যোগ দিয়ে উচ্ছ্বসিত ভেরনার ধন্যবাদ জানিয়েছেন তার বর্তমান ক্লাবকেও।

"চেলসির সঙ্গে চুক্তি করে আমি আনন্দিত। দুর্দান্ত এই ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি করাটা আমার জন্য অত্যন্ত গর্বের।"

'অবশ্যই এখানে কাটানো দারুণ চারটি বছরের জন্য আরবি লাইপজিগ, ক্লাব ও সমর্থকদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। তোমরা সারাজীবন আমার হৃদয়ে থাকবে।""নতুন সতীর্থ, নতুন কোচ ও অবশ্যই চেলসি সমর্থকদের সঙ্গে পরের মৌসুম কাটানোর জন্য আমি মুখিয়ে আছি। আমাদের সামনে দারুণ সফল ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে।"২০১৬ সালে স্টুটগার্ট থেকে লাইপজিগে যোগ দেওয়া ভেরনার চলতি মৌসুমে দুর্দান্ত ফর্মে আছেন।

সব প্রতিযোগিতা মিলে করেছেন ৩২ গোল। সব মিলে ক্লাবটির হয়ে তার গোল ৯৩টি, সতীর্থদের দিয়ে গোল করিয়েছেন ৪০টি।আগামী মৌসুমের জন্য চেলসির দ্বিতীয় নতুন খেলোয়াড় হলেন ভেরনার। গত ফেব্রুয়ারিতে মরক্কোর ফরোয়ার্ড হাকিম জিয়াশকে দলে টানতে তার বর্তমান ক্লাব আয়াক্সের সঙ্গে চুক্তিতে পৌঁছায় চেলসি।

শেষ মুহূর্তের গোলে আর্সেনালের হার

পুরো ম্যাচে আক্রমণে আধিপত্য দেখাল আর্সেনাল। গোল করে এগিয়েও গেল। কিন্তু জয়টা রয়ে গেল অধরা। ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের বিপক্ষে হেরে গেছে মিকেল আর্তেতার দল।নিজেদের মাঠে শনিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ২-১ গোলে জিতেছে ব্রাইটন। যোগ করা সময়ে তাদের জয়সূচক গোলটি করেন নিয়াল মুপে।নতুন শুরুর পর লিগে নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচেই হারল আর্সেনাল। আগের ম্যাচে ম্যানচেস্টার সিটির মাঠে হেরেছিল তারা ৩-০ গোলে।সিটির বিপক্ষে হেরে যাওয়া ম্যাচ থেকে শুরুর একাদশে এদিন পাঁচটি পরিবর্তন আনেন আর্সেনাল কোচ। লাল কার্ডের খাড়ায় ছিলেন না ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার দাভিদ লুইস।প্রথম দশ মিনিটে দুটি সুযোগ পায় আর্সেনাল। ষষ্ঠ মিনিটে প্রতিপক্ষের ভুলে বল পেয়ে ডি-বক্সের সামনে থেকে উড়িয়ে মারেন ফরোয়ার্ড পিয়েবে-এমেবিক অবামেয়াং।দুই মিনিট পর ভাগ্যের ফেরে গোলবঞ্চিত হয় সফরকারীরা। ডি-বক্সের সামনে থেকে তরুণ ইংলিশ মিডফিল্ডার বুকায়ো সাকোর জোরালো শট ফিরে আসে ক্রসবারে লেগে।৩১তম মিনিটে গোল পেতে পারতেন আলেকসঁদ লাকাজেত। বক্সের ভেতরে সাকোর নিচু করে বাড়ানো ক্রসে লাকাজেতের ডাইভিং হেড ডান দিকে ঝাঁপিয়ে ঠেকান ব্রাইটন গোলরক্ষক ম্যাট রায়ান।৩৮তম মিনিটে বড় ধাক্কা খায় আর্সেনাল। বল ধরতে গিয়ে প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড়ের সঙ্গে সংঘর্ষে চোট পান গোলরক্ষক বার্নড লেনো। বেশ কিছুক্ষণ চিকিৎসা নেওয়ার পর মাঠ ছাড়েন স্ট্রেচারে করে।বদলি গোলরক্ষক হিসেবে মাঠে নামার পরপরই ব্রাইটনের আরন মুইয়ের একটি প্রচেষ্টা রুখে দেন এমিলিয়ানো মার্তিনেস।আর্সেনাল আক্রমণের ধারা ধরে রাখে দ্বিতীয়ার্ধেও। ৪৮তম মিনিটে অবামেয়াংয়ের প্রচেষ্টা রুখে দেন গোলরক্ষক।চার মিনিট পর অবামেয়াং বল জালে পাঠালেও ভিএআরের সহায়তা নিয়ে গোল বাতিল করেন রেফারি। সাকোর থেকে বল পাওয়ার সময় অফ সাইডে ছিলেন অবামেয়াং।৬৮তম মিনিটে দারুণ এক গোলে আর্সেনালকে এগিয়ে নেন নিকোলাস পেপে। সাকোর বাড়ানো বল বক্সের ভেতর ডান দিকে পেয়ে বাঁ পায়ের বাঁকানো শটে ওপরের কর্নার দিয়ে জাল খুঁজে নেন আইভরি কোস্টের ফরোয়ার্ড।র্সেনালের এগিয়ে যাওয়ার আনন্দ অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৭৫তম মিনিটে সমতায় ফেরে ব্রাইটন। জটলার মধ্যে খুব কাছ থেকে বল জালে পাঠান লুইস ডাঙ্ক।এরপর ড্রই মনে হচ্ছিল ম্যাচের সম্ভাব্য ফল। কিন্তু পাঁচ মিনিটের যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটে গোল হজম করে বসে আর্সেনাল। সতীর্থের বাড়ানো বল ধরে এগিয়ে গিয়ে গোলরক্ষককে ফাঁকি দেন মুপে।এই হারে ৩০ ম্যাচে ৪০ পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানেই আছে আর্সেনাল। ৩২ পয়েন্ট নিয়ে ১৫তম স্থানে আছে ব্রাইটন।

সেভিয়ার মাঠে বার্সেলোনার হোঁচট

ফেরার পর 'সহজ' দুই ম্যাচে জেতা বার্সেলোনা প্রথম কঠিন পরীক্ষাতেই হোঁচট খেল। ব্যর্থ হলো শিরোপা ভাগ্য নিজেদের হাতে রাখতে। বিবর্ণ ফুটবল খেলা কিকে সেতিয়েনের দল ড্র করেছে সেভিয়ার মাঠে।রিয়ালের পয়েন্ট হারানোর আশায় বার্সা কোচবার্সার লিগ জেতা কঠিন, মানছেন পিকেলা লিগায় শুক্রবার গোলশূন্য ড্র করেছে বার্সেলোনা। লিগে ১৬ ম্যাচ পর দলটির বিপক্ষে গোল করতে ব্যর্থ হলো স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নরা।৩০ ম্যাচে ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে এখনও শীর্ষে আছে বার্সেলোনা। তবে রোববার রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে জিতলেই তাদের জায়গা নেবে রিয়াল মাদ্রিদ।পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ ও তৃতীয় স্থানে থাকা দলের মধ্যে লড়াইয়ে ছড়ি ঘুরিয়েছে সেভিয়া। বেশি তৈরি করেছে সুযোগ। দ্বিতীয়ার্ধে অন্তত দুবার গোল হজমের হাত থেকে দলকে বাঁচিয়েছেন বার্সেলোনা গোলরক্ষক।

দ্বাদশ মিনিটে প্রথম ভালো সুযোগ পায় সেভিয়া। একটুর জন্য শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি জুল কুইন্দি। ২১তম মিনিটে লিওনেল মেসির ফ্রি-কিক হেড করে ব্যর্থ করে দেন ফরাসি এই ডিফেন্ডার।২৫তম মিনিটে একটা সুযোগ আসে বার্সেলোনার সামনে। শুরুর একাদশে ফেরা লুইস সুয়ারেসের শট ফেরাতে গিয়ে তালগোল পাকান সেভিয়া গোলরক্ষক। ছুটে যাওয়া মার্টিন ব্রাথওয়েট কাজে লাগাতে পারেননি সুযোগটি।৫৫তম মিনিটে খুব কাছ থেকে লুকাস ওকাম্পোসের বুলেট গতির শট ফিরিয়ে বার্সেলোনার ত্রাতা মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন। দুই মিনিট পর মুনির এল হাদ্দাদির শট ফিরিয়ে দেন জার্মান এই গোলরক্ষক।ম্যাচের শেষ দিকে আক্রমণের ধার বাড়ায় বার্সেলোনা। ৮৮তম মিনিটে সুযোগও এসে যায় তাদের সামনে। ডি-বক্স থেকে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি অরক্ষিত সুয়ারেস। নষ্ট হয় ম্যাচে সফরকারীদের সেরা সুযোগ।যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে সের্হিও রেগিলন খুব কাছ থেকে টের স্টেগেন বরাবর দুর্বল শট নিয়ে নষ্ট করেন সুবর্ণ সুযোগ। ২০১১ সালের পর লিগে এই প্রথম গোলশূন্য ড্র হলো এই দুই দলের ম্যাচ।

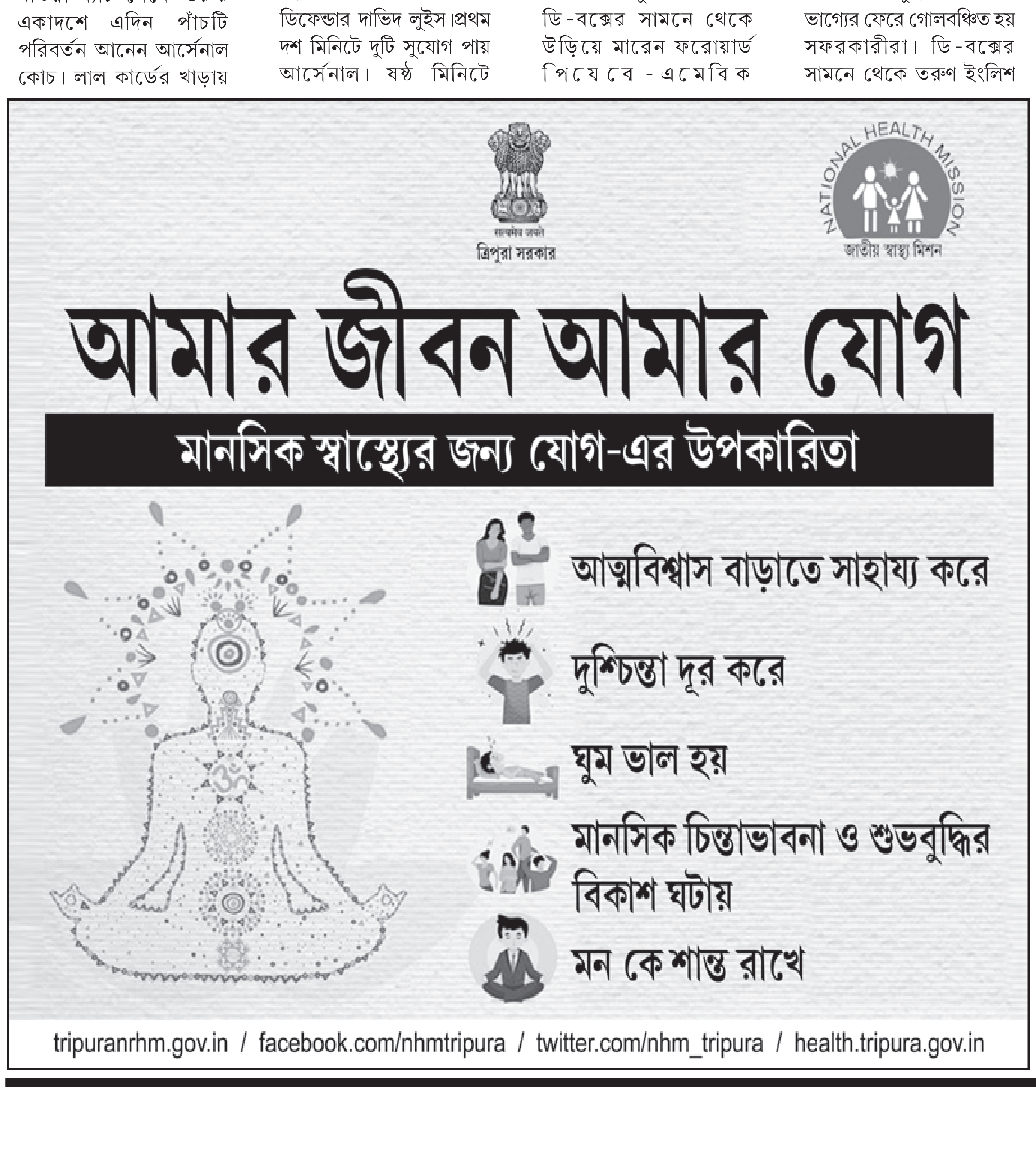

Reference No. DN No.F. 5(31)-S1./UDP 'TEN DER/2020-21/1946-53 Di. 7/06/2020

PRESS NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender is hereby invited by the undersigned on behalf of Governor of Tripura from the "14¦• bonatied Fish Seed Growers (Individual/Fishery based SHGs/MSS Ltd.) of 1 epania R.D Block under Udaipur Sub-Division producing available quantity fish fingerling in their owned/lease out water bodies for supply of mixed varieties Major Carp fingerlings in different GP areas under Tepania R.D Block during the year 2020-21. The last date of submission the tender is pto 4.00 PM of 29/06/2020. The dropping of tender will be eligible for only within Tepania R.D Block area. The interested tenderer may contact with the office of the undersigned on or before 4.00 PM of 23/06/2020, on any working days for collection of the tender form and detail terms and condition. Tender form will be available from 19/06/2020 onwards up to 23/06/2020 on any working days up to 4PM.

ICA/C-705/2020-21

(B. K. G OSH) SUPDT. OF FISHERIES, UDAIPUR, GOMATI DISTRICT

CLAIMANT NOTICE

Following articles (vehicle) were seized by the Forest Departmant, Sadar Forest Sub Division. Under sec -2 under section 52 (A) Indian Forest Act 1927 and rules made there under.

SL.No.	Name of Article	Registration No.	Egine No. & Chassis No.	Date & Time of seizure	By Whom
01.	TATA ACE	TR02-E-1808	Egine No:- nil Chassis No:- MAT445056BZA002T4	01.12.2019 at 02:30 PM	Sri Pranab Chandra Sarkar, Fr. Ato FPU Sadar

Therefore, in exercise of power under Indian Forest Act it is contemplated to confiscate the said vehicle for its use in commission of forest office. Therefore it is once again' brought to the notice of legal owner of above mentioned seized articles to prefer his/her/there claim to the Athorized Officer (Sub Divisional Forest Officer Sadar Sub Division, Agartala.) within 25 (twenty five) days from the date of issue of the notice alongwith legal relevant documents supporting ownership, failing which the decision regarding the confiscation of all the article seized shall be taken ex-parte.

Issued under my seal and signature of this day on 27.05.2020

ICA/D-196-2020-21

(K. Debbarma, TFS)
Sub Divisional
Officer Sulu Forest Sub ision.

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: DR/12/2020-21 Dated: -18/ 06 /2020

SL NO	NAME OF THE WORK/DNIT No.	ESTIMATED COST (in ₹)	EARNEST MONEY (in ₹)	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER
1	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2020-21/25	₹ 4,48,074.00				
2	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2020-21/26	₹ 4,48,084.00	₹ 4,481.00	30 days	Up to 16.00 Hrs on 03/07/2020	At 15.30 Hrs on 06/07/2020
3	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2020-21/27	₹ 4,48,074.00				

The tender documents are available for inspection in the office of the Executive Engineer, Internal Electrification Divisioa, Udaipur, Gomati Tripura from 11.00 A.M. to 4.00 P.M. during office hours on all working days specified as above.

Inh-Ut ("0/2_6'

For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-700/2020-21

(Er.BUDDHA JAMATIA) Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Udaipur, Gomati Tripura.

ইন্দো জার্মান ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে মঞ্জুর ২৮০ কোটি টাকা ত্রিপুরায় গ্রামীণ এলাকায় উন্নয়নে আসবে গতি

আগরতলা, ২০ জুন (হি. স.) : ত্রিপুরার গ্রামীণ এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতি আনার লক্ষ্যে ইন্দো জার্মান ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন এর দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থ মঞ্জুর দিল।

এই পর্বে নয়াদিল্লি-তে ২৮০ কোটি টাকার চুক্তি পত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের যথাযথ উদ্যোগের ফলেই ইন্দো জার্মান প্রকল্পে অর্থ মঞ্জুরী সম্ভব হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ত্রিপুরার বনভূমিকে কেন্দ্র করে জীববৈচিত্র্য রক্ষার মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নে ধলাই ও উত্তর ত্রিপুরা জেলার ১৯১ গ্রাম কে ভিত্তি করে কাজ হবে। ২৮০ কোটি টাকার এই প্রকল্পে (কেএফডব্লিউ) বিনিয়োগ করবে ২০০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের আওতায় ত্রিপুরার জনজাতি অধ্যুষিত ২৬,০০০ পরিবার উপকৃত হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুবিধা পাওয়া যাবে, জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে বনভূমি সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের মাধ্যমে উপার্জন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ হবে।

ত্রিপুরার সরকারের জনৈক আধিকারিকের দাবি, বিগত প্রকল্পের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই এবারের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

গ্রামীণ এলাকার স্থানীয়দের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করাই এই পর্যায়ের প্রকল্পের মূল লক্ষ্য বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, আলাদা আলাদা গ্রুপ তৈরি করে নির্দিষ্ট বনভূমি দেয়া হবে তাদের হাতে।

তাতে তারা বনভূমি-কে কাজে লাগিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুবিধা পাবে।

এই প্রকল্পে ৬০০০ হেক্টর জলা এবং সাধারন ভূমিকে সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছে। ২০০০ হেক্টর বনভূমি কে প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রাও রয়েছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে।

একই সাথে উচ্চমান সম্পন্ন কাঠ উৎপাদনের গাছ, বাশ, কমিউনিটি ভিত্তিক চাষাবাদেরও উদ্যোগ নেয়া হবে এই ইন্দো জার্মান ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন এর দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্পের মাধ্যমে।

মধুপুরে দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ জুন।। ফের যান সন্ত্রাসে আহত দুই। ঘটনা শনিবার রাত আনুমানিক আটটা নাগাদ মধুপুর থানাধীন অরবিন্দনগর হাই স্কুলের সামনে। আহতরা হলেন নির্মল নম (২৩) এবং লক্ষন সূত্রধর (৩৪)। জানা গেছে, একটি অটো গাড়িতে করে চালক সহ আরও দুই যুবক কামথানা থেকে বিশালগড়ের উদ্দেশ্যে আসছিলেন। এমন সময় হাই স্কুলের সামনে এসে অটো গাড়িটি উল্টে যায়। জানা গেছে, আহত যুবকরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন। বিশালগড় দমকল বিভাগের কর্মীরা গিয়ে আহত দুইজনকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। সেখান থেকে তাদেরকে রেফার করা হয় ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। অটো চালক তেমন ভাবে আহত হয়নি।

বিশালগড়ের রামছড়ায় গাঁজার নার্সারি ধ্বংস করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ জুন।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যতই নেশামুক্ত ত্রিপুরার কথা বলুকনা কেন। নেশা কারবারিরা যে মুখ্যমন্ত্রীর কথা পাত্তাই দিচ্ছেনা তা প্রমাণ মিলছে গাঁজার নার্সারি গুলি দিয়ে। প্রতিনিয়ত রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় গাঁজার চাষ চালিয়ে যাচ্ছে কারবারিরা। শনিবার সকালেও গোপন খবরের ভিত্তিতে বিশালগড় থানার পুলিশ রামছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বেশ কয়েকটি জায়গায় অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমানে গাঁজার নার্সারি ধ্বংস করা হয়েছে। সেখানে দেখা গেছে বাড়ির উঠোনে কিংবা ঘরের পেছনেই গাঁজার নার্সারি গুলি লাগিয়ে রাখা হয়েছে। পুলিশ নার্সারি

ছয়ের পাতায় দেখুন

মৎস্য দপ্তরের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য চাষিদের সার্বিক কল্যাণে সরকারের গৃহীত কর্মসুচি যথাযথভাবে রূপায়িত করতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। রাজ্য মৎস্য চাষিদের সার্বিক বিকাশে সরকারের গৃহীত উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে মৎস্য দপ্তরকে আরও তৎপর এবং গতিশীল হতে হবে। আজ সচিবালয়ের ১ নং সভাকক্ষে মৎস্য দপ্তরের এক পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এ কথা বলেন। পর্যালোচনা সভায় মৎস্য চাষীদের কল্যাণে নেওয়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মের পর্যালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সভায় মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব (মৎস্য দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত) এস কে রাকেশ, পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ সচিব পি কে গোয়েল, মুখ্য অধিকর্তা দিলীপ কুমার চাকমা সহ দপ্তরের পদস্থ আধিকারিক গণ উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ নেন। উ পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের মৎস্য চাষীদের কল্যাণে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনাগুলি যথাযথভাবে রূপায়ণ করতে হবে। এজন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে কাজ করার পরামর্শ দেন তিনি যাতে মৎস্যচাষিরা আর্থিকভাবে আরও লাভবান হতে পারেন। তিনি সুখ সাগর জলে মাছ চাষের উপযুক্ত করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব (মৎস্য দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত) এস কে রাকেশকে নির্দেশ দেন। রুদ্রসাগর এবং সীমানা এলাকার জলাশয় গুলি আরও উন্নত করে সংশ্লিষ্ট এলাকার মৎস্য চাষীদের আর্থ সামাজিক মানোন্নেয়নে উদ্যোগ নিতে মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। মৎস্য, গে, পোলেট্রি খাদ্য বহিরাজ্য থেকে যেন না আনতে হয় সেদিকে নজর দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে প্রয়োজেনীয় উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে তিনি মাছের উদ্বৃত্ত রেণু বহিরাজ্যে রপ্তানি করতে দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে বলেন। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের যে সকল এলাকায় চেকড্যাম রয়েছে সেগুলি পরিদর্শনের জন্য দপ্তরের আধিকারিকের নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি নতুন চেক ড্যাম তৈরি করার জন্য দপ্তরকে উদ্যোগ নেওয়ার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রাজ্যে অর্নামেন্টাল মাছ চাষের ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব থাকা

ছয়ের পাতায় দেখুন

১০২ অ্যাম্বুল্যান্স পরিসেবা চালু হওয়ায় প্রাণে বাঁচলেন এক গুরুতর আহত ব্যাক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার,২০ জুন।। রাজ্যে ১০২ অ্যাম্বুল্যান্স পরিসেবা চালু হওয়ায় প্রানে বাঁচলেন এক গুরুতর আহত ব্যাক্তি। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঋষ্যমুখ ব্লকের হরিপুর গ্রামের দেবতামুড়া পাড়ার বাসিন্দা কমল ত্রিপুরার সঙ্গে পারিবারিক বিষয়ে ঝগড়া হয় স্বপন ত্রিপুরার। দু - জনের ঝগড়ার মধ্যে দায়ের কোপে হাতের শিরা কাটে যায় কমলের। ১০২ নম্বরে ফোন করে অ্যাম্বুল্যান্স পাঠাতে বলেন পরিজনরা। ঋষ্যমুখ থেকে ছুটে যায় অ্যাম্বুল্যান্স। অ্যাম্বুল্যান্সের চালক সাগরদীপ মিত্র ও সঙ্গে থাকা স্বাস্থ্যকর্মী সুকান্ত বসু আহত কমলকে অ্যাম্বুল্যান্সে তোলেই দেখতে পান হাত থেকে অঝোরে রক্ত ঝরছে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রাথমিক পরিসেবার মাধ্যমে বন্ধ করেন রক্তক্ষরণ। তাকে ঋষ্যমুখ হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহত কমল ত্রিপুরাকে গোমতী জেলা হাসপাতালে রেফার করেন চিকিৎসকরা। সম্পূর্ন নিখরচায় একই অ্যাম্বুল্যান্সে আহতকে পৌঁছে দেওয়া হয় গোমতী জেলা হাসপাতালে।অ্যাম্বুল্যান্সের জরুরী পরিসেবা পেয়ে কমল ত্রিপুরাকে সময় মত হাসপাতালে পৌঁছানে না গেলে তাকে বাঁচানোই মুশকিল হত বলে অভিমত কমলের পরিজনদের। এ বছরের ২৫ মার্চ জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে রাজ্যে চালু হয় এই অ্যাম্বুল্যান্স পরিসেবা। দক্ষিণ জেলার শান্তিরবাজার, জোলাইবাড়ি, মনুবাজার, সাব্রুম, বিলোনিয়া,রাজনগর ও ঋষ্যমুখ এই সাতটি হাসপাতালে রয়েছে অ্যাম্বুল্যান্স।জেলায় এই পর্যন্ত দেড় হাজারের বেশী রোগীকে পরিসেবা দেওয়া হয়েছে বলে জানান এই প্রকল্পের জেলা - সংযোজক লিটন রুদ্র পাল। অ্যাম্বুল্যান্স পরিসেবা নিয়ে জেলায় এখন অব্দি কোন অভিযোগ নেই বলেও জানান জেলা সংযোজক।

গকুলনগরে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীর ফাঁসিতে আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ জুন।। শনিবার সকালে ১৪ বছরের এক নাবালিকার ফাঁসিতে আত্মহত্যার ঘটনায় কান্নার রোল বিশালগড় থানাধীন গকুলনগর টি এস আর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায়। এই নাবালিকা মেয়েটি পড়াশোনার পাশাপাশি নাচ, গান ও আর্টে পারদর্শী। তবে হঠাৎ এই বয়সেই কেন এই নাবালিকা মৃত্যুর পথ বেছে নিল তা স্পষ্ট ভাবে বুঝা যাচ্ছেনা। মৃত নাবালিকার নাম নিলাদ্রিতা দাস। সে আগরতলার কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। তার বাবা নারায়ন দাস পেশায় ১০৩২৩ এর শিক্ষক জানিয়েছেন, তার সাথে কোন ধরনের ঝামেলা নেই। রাত প্রায় দেড়টা পর্যন্ত পড়াশোনা করে। তবে শনিবার সকালে মেয়েটির মা ঘরের বাইরে থেকে ডাক দিলেও কোন উত্তর দেয়নি। তখন আরেকটি জানালা দিয়ে চেয়ে দেখেন মেয়ে ফাঁসির দড়িতে ঝুলছেন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

পুর নিগমের ২০ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে করোনা সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে আগরতলা প্রেসক্লাবে শনিবার আগরতলা পৌর নিগমের ২০নং ওয়ার্ড এর পক্ষ থেকে চেতনা মূলক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাচক্রে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আশিশ কুমার সাহা, পৌরনিগমের কাউন্সিলর রত্না দত্ত সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

ছয়ের পাতায় দেখুন

উত্তর-পূর্বাঞ্চল দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের করিডর হয়ে উঠতে পারে : উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। পর্যটন ক্ষেত্র শুধুমাত্র বিদেশি মুদ্রাই আয় করে তা নয়। পর্যটন ক্ষেত্র কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সুদৃঢ় করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পর্যটনের সম্ভাবনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর অ্যাক্ট ইস্ট পলিসিতে পর্যটন বিশেষ জায়গা পেয়েছে। আজ আই আই এম এম ই সিম্পোজিয়াম-২০২০ অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা একথা বলেন। এই ভার্চুয়াল সিমপোসিয়ামের উদ্যোক্তা ড, এপিজে আব্দুল কালাম সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ এন্ড এনালিসিস, আই আই এম শিলং।

সিমপোসিয়ামে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ইমারজেন্সি নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া, স্ট্রেটেজিক এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইমপারেটিভ। আলোচনায় অংশ নিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা বলেন, আমাদের দেশের ৮ শতাংশ এলাকা নিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চল। এই অঞ্চলের জনসংখ্যা দেশের মটে জনসংখ্যার ৩.১ শতাংশ। এই অঞ্চলের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং বিশেষ প্রাকৃতিক সম্পদ এখনও অনাবিষ্কৃত। যা প্রতিবেশি মায়ানমার এবং বহিঃবিশ্বের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, পর্যটন শুধুমাত্র উন্নয়নের মাধ্যমে নয়, এটা কর্মসংস্থান বৃদ্ধিরও অংশ। সমীক্ষকদের মতে এই ক্ষেত্রটিতে চূড়ান্ত দক্ষ মানুষের পাশাপাশি অদক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তথ্য অনুযায়ী দেশের গড় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৬.৬ শতাংশ আসে পর্যটন ক্ষেত্র থেকে। তাছাড়া মটে কর্মসংস্থানের ৭.৭ শতাংশ

ছয়ের পাতায় দেখুন

JOIN INDIAN AIR FORCE TO BE A CUT ABOVE

Online registration through https://careerindianairforce.cdac.in and https://afcat.cdac.in

ENTRY	BRANCHES
AFCAT 02/2020	Flying / Technical / Administration / Education
NCC SPECIAL ENTRY	Flying Branch (Air Wing 'C' certificate is mandatory)
MET ENTRY	Meteorology Branch

Online test only for AFCAT entry
Aadhaar Card is mandatory for online registration
For more details, refer to Employment News dated 13 June 2020 and for detailed notification visit our website https://careerindianairforce.cdac.in or https://afcat.cdac.in

'DISHA' Cell, Air Headquarters, Vayu Bhawan, Motilal Nehru Marg, New Delhi-110106
Tel: 011-23013690, Toll Free No.: 1800-11-2448, Website: https:/www.careerindianairforce.cdac.in, E-mail: afcatcell@cdac.in
For Updates, follow us on: Indian Air Force Indian Air Force@IAF_Mcc indianairforce https://www.indianairforce_mcc

Apply online through QR code
Step 1: Download QR code scanner app from Google play store
Step 2: Open QR code scanner app and scan it.
Step 3: Open URL and click on candidate login to apply
2020

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।